–৬ষ্ঠ ভাগ।]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯।　　[২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম-এ, বি-এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৵০

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

Printed By U. C. Bose & Co,
GREAT EDEN PRESS.
6, Bheem Ghose's Lane, Calcutta

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতার "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ⁄০ আনা কমিশন পাঠাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-নির্ণয় ও প্রতিকার।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসর, হেবিং, গারেন্‌সি, কেণ্ট, সি. ভন্‌, বেনিং হোসেন্‌ কৃত "হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস্‌" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ইহাই পুস্তকখানির যথেষ্ট পরিচয়।

এই পুস্তক প্রধানতঃ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ১ম খণ্ডে ঔষধাবলীর পরস্পর সম্বন্ধ, কার্য্যাবশেষ পূরকতা, পরবর্ত্তী উপকারিতা, বিষঘ্নতা, স্থায়ীকাল, ইত্যাদি। ২য় খণ্ড ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১ম খানিতে দিবসের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ানুসারে ঔষধের কার্য্যকারিতা; ২য় খানিতে বাহ্যিক অবস্থানুসারে ক্রিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি (এমিলিয়রেশন ও এগ্রাভেশন্‌) ইত্যাদি।

৩য় খানিতে বহুবিধ মানসিক অবস্থা নির্ণীত হইয়াছে।

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
V. L. M. S. F. T. S.
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলি;

ষষ্ঠ ভাগ।	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল।	২য় সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

দশভুজাপঞ্চক।

(১)

“পুরাতনা নঃ পিতামহাঃ স্তবৈঃ
মহর্ষয়স্তে গিরিরাজ নন্দিনি
সুভক্তি পুষ্পাঞ্জলিভিঃ প্রসাদ্য বৈ
সমগ্র দুঃখাৎ প্রশমং হি লেভিরে॥”

মোদের পুরাতন, প্রপিতামহগণ,
মহর্ষি সবে তাঁরা তোমা গিরিনন্দিনি।
তুষিয়া সবে মিলি, ভক্তি অঞ্জলি ঢালি”
লভিলা দুখে ত্রাণ, ভবদুখখণ্ডিনি॥ ১॥

(২)

"বয়ঞ্চ তদ্বংশ ভবাঃ সুতাস্তব
কলি প্রভাবাদপি ভক্তি দুর্ব্বলাঃ।
কথং দয়াং তে ন লভামহেঽধুনা
সমংহি মাতা দয়তে সুতান্ সদা ॥"

আমরা সুত তব সেই সুবংশোদ্ভব,
দুর্ব্বলা ভকতি হেব কলিব প্রভাবে,
তোমার দয়া তবে কেন না লভি এবে,
সম হেরিবে সুতে মাতাব স্বভাব—এ ॥ ২ ॥

(৩)

"নিপত্য দুর্গে ভব দুঃখসাগবে
স্মরন্তি যে হে ভৃশ দুঃখনাশিনি।
বিনাশ্য তেষা মশিবং শিবং সদা
দদাসি তেভ্যো নতু তচ্চ নঃ কথম্ ॥"

দুখ সাগব জলে, ডুবি, যে হৃদি খু'লে,
কাতরে আহ্বানে তোমা, বিপদনাশিনি!
বিনাশি' তাব ধ্রুব অশিব, দাও শুভ,
মোদেবে কেন তবে বাম বিন্ধ্যবাসিনি? ॥৩॥

(৪)

"প্রগৃহ্য মাতস্তব সিদ্ধিদং পুরঃ
শ্রিয়ঞ্চ সেনান্যমতঃ সবস্বতীম্।
প্রদর্শ্যরূপং তব শক্তিরূপিণি
প্রদেহি শক্তিঞ্চ পুরেব নঃ পুনঃ ॥"

সমুখে গণপতি, ভাবতী, সেনাপতি,*
কমলাসহমাতঃ মহাশক্তিরূপিণি!

---

* সেনাপতি,—কার্ত্তিকেয়।

প্রকাশ রূপ তব,　　　　　আজি মোদেরে সব
পূর্ব্বশকতি দেহ * হে বিশ্বজননি!

(৫)

"প্রসীদ মাতর্জ্জগদম্বিকে শিবে
সদা শরণোঽস্মুরসজ্ঘঘাতিনি।
বিনাশ্য সর্ব্বানসুরান সমন্ততঃ
বরাভয়ং নঃ সততং প্রযচ্ছতু॥"

আশীষহ জননি　　　　　ত্রিভুবন পালিনি
অসুরঘাতিনি শিবে জগত-শরণ। †
অভয় শুভবর　　　　　বরষ ‡ সুতোপর
দানব দশদিশে করি' সবে নিধন॥ ৫॥

ইতি দশভুজা স্তোত্রপঞ্চকম সমাপ্তম্।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কর্কটীর প্রশ্ন।

গ্রীকপুরাণে স্ফিঙ্কস্ (Sphinx) নামে এক অদ্ভুত রাক্ষসীর বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ ছিল। তাহার শির ও বক্ষ স্ত্রীলোকের মত; দেহ কুকুরের মত; পুচ্ছ সর্পের মত; অথচ সে পক্ষীর মত পক্ষযুক্ত এবং সিংহের মত তীক্ষ্ণ-নখ। সে মানুষের স্বরে কথা কহিত। কোন সময়ে এই রাক্ষসী থীবস্ নগরের উপকণ্ঠে বসতি করিয়া প্রজাগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যাহাকে পাইত, তাহাকেই এই হেঁয়ালি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত;— "এমন কি জন্তু আছে যাহা প্রাতে চতুষ্পদ, মধ্যাহ্নে দ্বিপদ এবং অপরাহ্নে ত্রিপদ?" কেহই এই হেঁয়ালি পূরণ করিতে পারিত না; আর রাক্ষসী তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া উদরে পূরিত। প্রজারা ভয়াকুল হইয়া দেবতার শরণাপন্ন হইলে. দৈববাণী হইল যে যদি কেহ রাক্ষসীর হেঁয়ালি পূরণ করিতে পারে,

---

* দেহ,—দাও।

† জগত শরণ—জগত শরণা, কবিতার মিলরক্ষার জন্য স্ত্রীয়াং "আ"কারের উহ্যত্ব।

‡ বরষ—বর্ষণ কর।

তবে তদ্দণ্ডেই রাক্ষসী আত্মহত্যা করিবে। থীবস্ নগরের রাজা এই দৈব-বাণীর বিষয় অবগত হইয়া ঘোষণা দেন, যে, যে কেহ রাক্ষসীর সমস্যা পূরণ করিবে তাহাকেই তিনি নিজের সিংহাসন ও ভগিনীর যৌবন অর্পণ করিবেন। এই ঘোষণায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেক হতভাগা, রাক্ষসীর প্রশ্নের উত্তর দানে অগ্রসর হয় ; কিন্তু তাহাতে অপারগ হইয়া, বিনিময়ে আপনাদের জীবন বলি দেয়। অবশেষে ঈদিপস (Œdipus) নামে এক অজ্ঞাতনামা রাজকুমার রাক্ষসীর হেঁয়ালি পূরণ করিতে সমর্থ হন। "রাক্ষসীর কথিত জন্তু আর কেহ নয়,—মানুষ. মানুষ শৈশবে হামাগুড়ি দিয়া চতুষ্পদের অভিনয় করে ; যৌবনে মানুষ দ্বিপদ ; কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাহাকে আশ্রয়যষ্টি অবলম্বন করিয়া ত্রিপদে ভর করিতে হয়।" ঈদিপস এইরূপে রাক্ষসীর সমস্যাপূরণ করিলে সে রোষে ক্ষোভে নিজের মাথা কুটিয়া প্রাণত্যাগ করে। তখন জনপদ ভীতিশূন্য হইলে রাজা ঈদিপসকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং নিজ ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করেন। সংক্ষেপে ইহাই গ্রীকপুরাণোক্ত রাক্ষসী-প্রশ্ন বিবরণ। সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া বড় একটা কঠিন কার্য্য নহে। কেন যে ঐ হেঁয়ালি পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া এত গ্রীক নর-নারী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহা ভাল বুঝা যায় না। আমরা দেখি, প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া ঈদিপস্ রাজ্যলাভ করেন, কিন্তু রাক্ষসী তাহার ফলে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের দেশের অধ্যাত্মগ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠে এইরূপ এক রাক্ষসীর বিবরণ আছে। সেও কিরাত রাজ্যের এক রাজাকে এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। রাজা তাহার সদুত্তর দিয়াছিলেন। তাহার ফলে কি ঘটিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

আমাদের এ রাক্ষসীর নাম ছিল কর্কটী। আকৃতিতে সে স্ফিংক্স অপেক্ষাও ভীষণা। তাহার বর্ণ ছিল কজ্জলের ন্যায় ; দেহ ছিল শুষ্ক বিন্ধ্যাটবীর ন্যায়। বল ছিল অসামান্য ; কোটরগত দুই চক্ষু অগ্নির মত দীপ্তি পাইত। সে যখন সজল-জলদ-রুচি নীলাম্বর পরিধান করিয়া বিচরণ করিত, তখন মনে হইত যেন তিমিরা রজনী মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। তাহার জানুদ্বয় ছিল তমাল তরুর ন্যায় বিশাল, কেশরাশি ছিল অন্ধকারের ন্যায় নিবিড়। নরকঙ্কালমালাই তাহার

কণ্ঠমালা ছিল। ঐ রাক্ষসী যখন হাস্য করিত, তখন বোধ হইত যেন ভস্মজাল নির্গত হইতেছে। যখন সে গর্জ্জন করিত, তখন মনে হইত যেন মেঘমন্দ্র হইতেছে; যখন ভ্রমণ করিত, মনে হইত যেন ভূমিকম্প হইতেছে।

ঐ রাক্ষসী আহারের দুর্ভিক্ষে নিতান্ত পীড়িত হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ তাহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। প্রায় ৭০০০ বৎসর দীর্ঘ তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং বলেন, 'বৎসে! বর গ্রহণ কর।' কর্কটীর তখন তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে; সে ভাবিল আমি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়া নিরন্তর আত্মসুখে অবস্থান করিতেছি, আমার অন্য বিষয়ে প্রয়োজন কি? পরমার্থ ত্যাগ করিয়া কেন মিথ্যা বিষয়ে লিপ্ত হইব? তাহাতে ব্রহ্মা তাহাকে বলেন, যে তুমি কিছুকাল ভূমণ্ডলে ভোগবৃত্তি চরিতার্থ কর; পরে নির্ব্বাণপদ লাভ করিবে। তুমি ইচ্ছামত সমাধিতে নিমগ্না হইতে পারিবে। কিন্তু যখন প্রবুদ্ধা হইবে তখন রাক্ষসোচিত হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রাণ ধারণ করিবে।

ব্রহ্মা অন্তর্ধান করিলে কর্কটী আবার ধ্যানমগ্না হইল এবং ছয় মাসের পর সমাধি হইতে প্রবুদ্ধা হইয়া দেহধর্ম্মের বশে ক্ষুধা অনুভব করিতে লাগিল। তখন সে ভাবিল যে আমার জীবনে বা মরণে কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। আমি আর শরীর ধারণের জন্য কোন জীব হিংসা করিব না। এই ভাবিয়া সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। তখন পবনদেব তাহাকে উপদেশ দিলেন যে মূঢ় ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই মহতের কার্য্য। তুমি জীবকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়া ভ্রমণ কর। যে মোহান্ধ, সে নিজের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে; সেই তোমার ভক্ষ্য। তাহাকে ভক্ষণ করিয়া তুমি জীবন ধারণ কর। কর্কটী তখন গাত্রোত্থান করিয়া নিকটবর্ত্তী এক কিরাত নগরে প্রবেশ করিল। রাক্ষসী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে সেই নগরের সুধীর রাজা ও সুবিজ্ঞ মন্ত্রী তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন রাত্রিকাল, চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার; তথাপি প্রজারঞ্জক রাজা প্রজার হিতার্থ মন্ত্রীর সহিত নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাক্ষসী ভাবিল, যে বিধাতা আমার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

ইহারাই অদ্য আমার ভোজ্য হইবে। রাক্ষসী আবার ভাবিল কিন্তু ইহারা যদি মোহান্ধ না হইয়া মহামতি হয়, যদি ইহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তবে ত ইহাদিগকে ভক্ষণ করা সঙ্গত হইবে না। অতএব একবার পরীক্ষা করিয়া লই। এই ভাবিয়া রাক্ষসী বিকট গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, ইনি কিরাতদিগের রাজা, আমি ইঁহার মন্ত্রী। আমরা এই রাত্রিতে তোমার ন্যায় দুষ্টজনের নিগ্রহ করিবার জন্য বাহির হইয়াছি। রাক্ষসী কহিল এই জগতে যত প্রকার গুণ আছে, তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রাজার সেই জ্ঞান থাকা উচিত। মন্ত্রীরও আত্মজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যদি তোমরা সেই আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, তবেই তোমাদিগের মঙ্গল, নতুবা আমি তোমা-দিগকে ভক্ষণ করিব। তবে একটী উপায় আছে। আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তাহার সদুত্তর করিতে পার, তবে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিব। তখন রাজা প্রশ্ন করিতে বলিলে, রাক্ষসী ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত করিল। এই প্রশ্ন, এবং মন্ত্রী ও রাজা ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, এ উভয়ই অতি উপাদেয়। পরব্রহ্মের এরূপ বিশদ নির্দ্দেশ প্রায় আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নোত্তর আলোচনা করিলে প্রাচীন গ্রীসের বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানে যে কত অন্তর তাহা বুঝা যাইবে।

রাক্ষসী প্রশ্ন করিতে লাগিল—

একস্যানেক সংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষানি লীয়ন্তেবুদ্বুদা ইব॥

'সেই অণু কি পদার্থ, যাহা এক হইয়াও অনেক? সমুদ্রে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ ফুটিয়া ফুটিয়া মিশাইয়া যায়, সেইরূপ কাহাতে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইতেছে?'

কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিম্।

'এমন কি পদার্থ আছে যাহা আকাশ অথচ আকাশ নহে; যাহা কিছুই নহে অথচ কিছু বটে?'

গচ্ছন্নগচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি।
কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ॥

'কে এমন্ আছেন, যাঁহার গতি নাই অথচ গতিশীল; স্থিতি নাই অথচ স্থিতিমান্; কে চিৎ হইয়াও জড়; কে চিদাকাশে বিচিত্র নির্ম্মাণ করে?'

অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোঽপি কোঽবিনাশ প্রকাশকঃ।
অনেত্র লভ্যাৎ কস্মাৎ চ প্রকাশঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥

'কে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান, কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক?'

কোঽণুস্তমঃ প্রকাশঃ স্যাৎ কোঽণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোঽণুর্দূরেপ্যদূবেচ কোঽণুরেব মহাগিবিঃ॥

'কে অন্ধকার হইয়াও আলোক; সৎ অথচ অসৎ! কে দূবে অথচ নিকটে; অণু হইয়াও মহান্?'

নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোঽপি নিমিষেকঃ।
কিম্ প্রত্যক্ষমসদ্ রূপং কিং চেতনমচেতনং॥

'কে নিমেষ হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেষ! কোন্ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ; কোন্ চেতন অচেতন?'

কঃ সর্ব্বং ন চ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ।

'কে সকলই অথচ কেহ নয়; কে আমি অথচ আমি নয়?'

কেনাপ্যণুক মাত্রেন পূবিতা শতযোজনী।
কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনি ভূতাং ঘটাঃ॥

'কে অণু হইয়াও শত যোজন ব্যাপী; কোন্ অণুব মধ্যে পর্ব্বত সমূহ অবস্থিত?'

কেনাত্মাচ্ছাদনাশক্তে নাণুনাচ্ছাদিতং জগৎ।
জগল্লয়েন কস্যাণোঃ সদ্ভূত মপি জীবতি॥

'কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করিতে পারে না, অথচ জগৎ আচ্ছাদিত করিয়াছে? কোন্ অণু হইতে প্রলয়ে তিরোহিত জগতের আবির্ভাব হয়

অজাতাবয়বঃ কোঽণুঃ সহস্রকর লোচনঃ।
অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি অস্মিন বীজ ইব দ্রুমঃ॥

'কাহার অবয়ব নাই, অথচ সহস্র কব ও নয়ন বিবাজিত? কাহাতে বীজে বৃক্ষের ন্যায়, সমস্ত জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে?'

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কো ভাষয়তি দৃশ্যবৎ।
কটকাদীনি হেম্নেব বিকীর্ণং কেন চ ত্রয়ম্‌॥

'সুবর্ণ হইতে যেমন কটক কুণ্ডল হার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাহা হইতে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন প্রতিভাসিত হইয়াছে?'

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নাদ্‌ একস্মাদসতঃ সতঃ।
দ্বৈতমপ্য পৃথক্‌ তস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ॥

'সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ যেমন পৃথক নহে, সেইরূপ দেশ কালাদির সম্বন্ধশূন্য কোন অসৎ অথচ সৎ বস্তু হইতে এই দ্বৈত অভিন্ন?'

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ জগদ্‌ন্দম্‌ বৃহদভ্রমঃ।
নিত্যং সমস্য কস্যাস্তি বীজ স্যান্তরিব দ্রুমঃ॥

'কাহার মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জগৎ রূপ মহদভ্রম প্রকটিত হইতেছে, বীজে যেরূপ বৃক্ষ প্রকটিত হয়?'

রাক্ষসী বলিতে লাগিল, 'যদি তোমরা আমার এই সংশয় ছেদন করিতে না পার, তবে তোমরা কিছুকাল মধ্যেই আমার জঠরানলের কাষ্ঠে পরিণত হইবে।'

সেই মহানিশায় মহারাক্ষসীর ঐ মহাপ্রশ্ন শুনিয়া মন্ত্রী প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। *

"হে রাক্ষসি! তোমার কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম, তুমি পরমাত্মার কথাই জিজ্ঞাসা করিলে। মন বুদ্ধির অতীত, বাক্যের অগোচর, চিন্ময় আত্মা আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম। আত্মা-পরমাণুর মধ্যে বীজে বৃক্ষের ন্যায় এই জগৎ কখনও সৎ কখনও অসৎরূপে স্ফুরিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া উহা কিছুই নহে অথচ সর্ব্বাত্মক। চিৎ এক হইয়াও যে অনেক তাহা কেবল প্রতিভাষ মাত্র। আত্মা পরম সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয় না, অথচ কিছুতেই উহার অপলাপ করা যায় না। আত্মা গমন না করিলেও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া গমনশীল মনে হয়। যাহা গম্য তাহা এই আত্মার অন্তরেই অবস্থিত, সুতরাং সে আত্মা আবার কোথায় যাইবে? যখন আত্মাতে চেতনের চেতনত্ব ও

* বঙ্গবাসী প্রকাশিত যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদ প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

জড়ের জড়ত্ব উভয়ই অনুভূত হয়, তখন উহাকে চিৎ ও জড় উভয়ই বলিতে হয়। ঐ আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, হৃদয়-গৃহের দীপ স্বরূপ, সমুদায় বস্তুর সত্তাপ্রদ এবং নিত্যপ্রকাশ। আত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অন্ধকার ও চিন্ময় বলিয়া আলোক। অতীন্দ্রিয় বলিয়া তিনি দূরে এবং চিদ্রূপ বলিয়া নিকটে রহিয়াছেন। যখন তিনি নিমেষ রূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি নিমেষ এবং যখন কল্পরূপে প্রতিভাসিত হন, তখন তিনি কল্প। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি আর অদ্বৈতই বা কি—সমস্তই ভ্রান্তি বিলাস। মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য এবং অসত্যও সত্য হয়। যেরূপ চিৎ ও দেহ পরস্পর অভিন্ন, সেইরূপ আলোক ও অন্ধকার, দূর ও নিকট, ক্ষণ ও কল্প এ সমস্তই অভিন্ন। দৃশ্যজালের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সেই পরম নির্ম্মল বস্তু প্রতিভাত হন। তিনি কারণের কারণ বলিয়া সদ্রূপ এবং দুর্লক্ষ্য বলিয়া অসদ্রূপ। তিনি আত্মারূপে চেতন এবং জগৎ-রূপে অচেতন। পরব্রহ্মে দ্বৈতসৃষ্টির অধ্যাস—অস্তি নাস্তি এই দ্বিভাব। হে রাক্ষসি! এই শান্ত, সর্ব্বময়, অনাদি, অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয় পরমাত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশ রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

রাক্ষসী বলিল, "মন্ত্রীবর! তোমার বিচিত্র কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। এখন রাজা স্বয়ং অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দান করুন।" তখন রাজা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যিনি বেদান্তের চরম লক্ষ্য, যাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-সমন্বয়, সৃষ্টি যাঁহার চিত্তময়ী লীলা, আমার মনে হয়, তুমি সেই নিত্য ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ করিতেছ। ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ অথচ ভেদ বর্জ্জিত। অহম্-ভাবে তিনি অহম্ এবং ভাববিহীন বলিয়া অহম্ নহেন। তিনি বাস্তব অথচ অবাস্তব বৈচিত্র্যের জনক। তিনি অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অণু, অথচ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্ম দিক্-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও মহান্, অথচ জীবরূপে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। চন্দ্র সূর্য্য সমস্তই জড়, আত্মার সত্তায় সত্তাবান্, আত্মার আলোকে দীপ্তিমান্। তাঁহার স্ফুরণে জগতের সত্তা এবং তাঁহার অস্ফুরণে জগতের অসত্তা। পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরতম বলিয়া তাঁহার সহস্র কর ও লোচন; আর তিনি পরম সূক্ষ্ম বলিয়া নিরবয়ব। বীজে

যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ তাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত আছে। তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য, অথচ তিনিই দর্শন। তরঙ্গ যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ কোন কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। ফলতঃ, তিনি দ্বৈতও নহেন অদ্বৈতও নহেন, জাতও নহেন অজাতও নহেন, সৎও নহেন অসৎও নহেন, ক্ষুব্ধও নহেন প্রশান্তও নহেন।"

মেঘগর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূরীর আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, রাজার সদুত্তর শুনিয়া কর্কটীর সেইরূপ আনন্দোদয় হইল। সে রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "আজ আমি বনমধ্যে আপনাদিগকে স্থূল-সূর্য্যের ন্যায় পাইয়াছি। প্রদীপ আলোক বিকীরণ করিলে কাহার না অন্ধকার দূর হয়?" পরে রাক্ষসী রাজাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাব সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিল। রাজা তাহার সহিত এই নিয়ম করিলেন, যে যাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য বধদণ্ডে দণ্ডিত হইবে. রাক্ষসী বৎসর বৎসর আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া যাইবে। তখন রাক্ষসী রাজার নিকট বিদায় লইয়া অন্তর্হিত হইল।

সংক্ষেপে ইহাই কর্কটীর উপাখ্যান। উপাখ্যানচ্ছলে ঋষি ব্রহ্মবিষয়ক সার সত্যের কেমন সুন্দর অবতারণা করিয়াছেন! ভারতের অধ্যাত্মগ্রন্থসমূহে এরূপ অনেকানেক উপাখ্যান সংগৃহীত আছে; তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে সরসভাবে অধ্যাত্ম-জ্ঞান উপদেশ দেওয়া। গ্রীসের স্ফিঙ্কস্ রাক্ষসী ও ভারতের কর্কটী রাক্ষসীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। তাহার কারণ এই যে গ্রীক্ ও হিন্দু উভয়েই মূল আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা হইলেও প্রাচীন গ্রীস পার্থিবতার পথে, আর প্রাচীন ভারত আধ্যাত্মিকতার পথে বিচরণ করিয়াছিল। তাহার ফলে গ্রীস্ কতযুগ হইল বিলুপ্ত হইয়াছে—গ্রীসীয় শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা কোন্ অতীত কালে কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ভারত এখনও সজীব রহি-য়াছে। জড়ে ও চেতনে, আত্মায় ও অনাত্মায়, পার্থিবতায় ও আধ্যাত্মিকতায় এতই প্রভেদ!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিচার সাগর।

(১ম সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

সাধন চতুষ্টয় বর্ণন।

বিবেক বৈরাগ্য পুন শম দম ছয়।
মুমুক্ষুত্ব মিলিয়ে সাধন চতুষ্টয় ॥ ১২ ॥

বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা ইহারা সাধন চতুষ্টয় ॥ ১২ ॥

বিবেক লক্ষণ ঃ—

অক্ষয় অচল আত্মা, জগপ্রতিকুল।
ইহাই বিবেক, সব সাধনের মূল ॥ ১৩ ॥

'আত্মা অবিনাশী ও অচল (নিষ্ক্রিয়), জগৎ ইহার বিপরীত স্বভাব ; এই জ্ঞানের নাম বিবেক। বিবেক সকল সাধনের মূল' ॥ ১৩ ॥

[টীকা ঃ—আত্মা অবিনাশী (নাশ রহিত) ও ক্রিয়া রহিত ; জগৎ আত্মা হইতে বিপরীত স্বভাব অর্থাৎ বিনাশী (ক্ষয়শীল) ও ক্রিয়াশীল, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল। এই জ্ঞানের নাম বিবেক। এই বিবেকই, বৈরাগ্যাদি অপরাপর সাধনের মূল। সাধকের হৃদয়ে প্রথমে বিবেকের উদ্রেক হয়। বিবেক হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ষট্‌সম্পত্তি ও ষট্‌সম্পত্তি হইতে মুমুক্ষুতা উত্তরোত্তর উদ্ভূত হয়। এই কারণ বৈরাগ্যাদিকে উত্তর সাধন বলে। বৌদ্ধেরা সাধনপথ স্রোতের সহিত তুলনা করেন। সাধনপথ প্রবেশকে তাঁহারা "সোতাপত্তি" বলেন (The idea is that of entering a stream)।

সাধন পথের প্রথম ক্রম বিবেক। বৌদ্ধেরা ইহাকে "মনোদ্বার ভঞ্জন" (Opening of the doors of the heart) কহেন। বিবেকদ্বারা সদসৎ (Real and unreal) নিত্যানিত্যের (Eternal and transitory) পার্থক্য উপলব্ধি হয়। আত্মা অবিনাশী, ইহার বিনাশ নাই। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন——

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২-১৭ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২-১৯ ॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২-২০ ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২-২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২-২৪ ॥

'যিনি এই সমস্ত (চরাচর) ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে; সেই অব্যয়ের বিনাশ সাধনে কেহই সমর্থ হয় না। এই আত্মাকে যিনি হন্তা বলিয়া জানেন, অথবা এই আত্মা অন্য কর্ত্তৃক হত হয়েন এইরূপ যিনি ভাবেন—তাঁহারা উভয়ে অনভিজ্ঞ; আত্মা কাহাকে হননও করেন না বা কাহারও দ্বারা হতও হয়েন না। আত্মার জন্ম নাই, মরণ নাই; তিনি পরিবর্ত্তন-শীল নহেন; তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয়, প্রাচীন ও অনাদি; শরীর বিনষ্ট হইলেও, তাঁহার বিনাশ নাই। শস্ত্র এই আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না, জল ইহাকে বিকৃত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য ও অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও চিরস্থায়ী।'

জগৎ ক্ষয়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। পার্থিব বস্তু, সুখ দুঃখাদি অনিত্য।

বিবেক উদ্ঘাটন করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে তিনটি অর্গল বা "বন্ধন" উন্মোচন করা আবশ্যক। মনোদ্বার তিনটী কঠিন অর্গলে আবদ্ধ রহিয়াছে। গুরুদেব হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছেন না, নিয়ত দ্বারে আঘাত করিতেছেন। অর্গল উন্মোচন কর, "বন্ধন" ছিন্নকর, সেই জ্ঞানশক্তি সমারূঢ় তত্ত্বমালাবিভূষিত জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্তমূর্ত্তি হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন। অর্গলত্রয় এই—

(১) আমিত্ব বা অহঙ্কার, (২) অবিশ্বাস,—সন্দেহ, (৩) ভ্রমাত্মক সংস্কার।

(১) অনিত্য মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া নিত্য বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে, অসৎরূপ ধূম ভেদ করিয়া সৎরূপ বহ্নি দেখিতে হইলে, আত্মজ্ঞান আবশ্যক। আত্ম-জ্ঞান হইলে এই আমিত্বরূপ "বন্ধন" ছিন্ন হয়। আমিত্ব অর্থে আমিই আমি (I am I—personality); আত্মজ্ঞান অর্থে "সেই আমি" (সোঽহং—I am that) এই জ্ঞান। আত্মজ্ঞান তল্লক্ষ্য। হংস যেরূপ পঙ্কিল সলিলরাশি হইতে নির্ম্মল পয়ঃ পান করে, সাধক সেইরূপ এই আত্মজ্ঞান দ্বারা অনিত্য হইতে নিত্যের উপলব্ধি করেন।

(২) দ্বিতীয় অর্গল—অবিশ্বাস বা সন্দেহ। মনিষীগণের বাক্যে দৃঢ় আস্থা বা বিশ্বাস সাধনপথের একটি প্রধান সম্বল। সন্দেহ-কীট হৃদয়-কোকনদ কাটিয়া ছারখার করিতেছে; সেই ছিন্ন কমলে গুরুদেবের পবিত্র চরণের কিরূপে স্থান হইবে? কীট বিদূরিত করিয়া কমল প্রস্ফুটিত কর, গুরুদেব সেই কমলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয় পবিত্র করিবেন। পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্ম, ঋষি-বাক্য ও কৃপাময় সদ্-গুরুর প্রতি বিশ্বাস দ্বারা এই দ্বিতীয় "বন্ধন" ছিন্ন হয়।

(৩) তৃতীয় অর্গল—ভ্রমাত্মক সংস্কার। বাহ্যিক ক্রিয়া দ্বারা (Rites and ceremonies) অন্তঃকরণ বিমল হয় না। নিত্য পর্ব্বত-পরিমাণ মৃত্তিকা লেপনে বা আকণ্ঠ গঙ্গাস্নানে মনের কালিমা ছুটেনা। সাধক নিজ উদ্যম ও চেষ্টায় চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করেন। কিন্তু পবিত্র হইতে হইলে, সৎসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ ও সদনুশীলন (Cultivation of virtues) আবশ্যক। সদনুশীলনে চিত্তের শুদ্ধি ও প্রসন্নতা ঘটে। ঐ গুলি চিত্তশুদ্ধির আভ্যন্তরীণ উপায়। বাহ্য উপায় দেহ শুদ্ধি। স্নানাদি দ্বারা দেহের শুদ্ধি সম্পাদন ও জঘন্য রোগাদি হইতে শরীর সংরক্ষণ আবশ্যক। দেহ-শুদ্ধির জন্য সত্বগুণপ্রধান পবিত্র আহার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব-গুণ-বৃদ্ধি সাধনার সহকার করে। এই নিমিত্ত সাধক সাত্বিক আহার করেন। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন ভগবান স্বয়ং বৈশ্বানর রূপে জীবের দেহ আশ্রয় করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিতেছেন, তখন সেই পবিত্র বহ্নিতে অপবিত্র আহারের আহুতি দেওয়া শ্রেয়ঃ নহে। ভগবান বলিয়াছেন—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥ গীতা; ১৫-১৫॥]

বৈরাগ্যলক্ষণ :—

ব্রহ্মলোক আদি ভোগ সকল ত্যজয়ে।

বেদজ্ঞ আচার্য্য তাহা বৈরাগ্য কহয়ে॥

'ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল ভোগের বাসনা ত্যাগকে বেদজ্ঞ মুনিগণ বৈরাগ্য বলেন।' ১৪॥

[টীকা :—সাধনপথের দ্বিতীয় ক্রম বৈরাগ্য। উহাকে বৌদ্ধেরা "পরিকাম্ম" বলেন। বিবেক হইতে এই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। বিবেকবলে নিত্যানিত্য উপলব্ধি করিয়া সাধক আর অনিত্য বস্তুর মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট হয়েন না। তখন ক্ষয়শীল পার্থিব বস্তুতে তাঁহার বাসনা থাকে না। স্বর্গাদির সুখভোগে, বিভবে, তাঁহার বিতৃষ্ণা বা বিরাগ (attitude of indifference) উপস্থিত হয়। সাধক তখন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সকাতরে বলিতে থাকেন—

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভব বাঞ্ছাপিচ মে

ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।

অতস্বাং সংসারে জননি জননং যাতু সম বৈ

মৃড়ানী রুদ্রানী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ॥

'শশিমুখি! আমার মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা নাই, সম্পত্তির কামনা নাই, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখেচ্ছাও নাই। অতএব জননি! আমি যাচ্ঞা করিতেছি যে "মৃড়ানী, রুদ্রানী, শিব, শিব, ভবানী" এই জপ করিতে করিতে যেন আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।'

এই বিতৃষ্ণা বা বিরাগ ক্ষণিক মাত্র নহে,—শ্মশান-বৈরাগ্যও নহে। যখন সুখের সংসারে শমন আসিয়া প্রিয়কে লইয়া যায়, তখন সুখময় পুরুষের হৃদয়ে হতাশ্বাসের তমসা আসে। তখন সে সংসারে বীতরাগ হয়। সে বিরাগ হতাশ্বাসের ছায়ামাত্র। অধিক কাল থাকে না। সময়ে চলিয়া যায়। প্রকৃত বৈরাগ্য চিরস্থায়ী; উহা বাহ্যিক বস্তু বা ঘটনা সাপেক্ষ নহে। উহা অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত হয়। সে বৈরাগ্য ঘোর বিতৃষ্ণাও বটে, আবার ঘোর পিপাসাও বটে। সে বিতৃষ্ণা ও পিপাসা জীবাত্মার। ত্রিলোকীর সুখ ভোগে ঘোর

বিতৃষ্ণা ও পরমাত্মা-লাভে ঘোর পিপাসা। জ্ঞানই সে পিপাসা মিটাইতে সক্ষম।

বৈরাগ্যবলে সাধক দুইটি বন্ধন মোচন করেন—(১) "কামরাগ" বা বিষয় বাসনা; (২) বিদ্বেষ। বৌদ্ধেরা ইহাকে "পতিঘ" বলেন।

(১) কামরাগ বা বিষয়-ভোগ-বাসনা রূপ বন্ধন ছেদন করিতে হইলে, সাধককে কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হয়। কর্ম্মই জীবের বন্ধ। বহু জন্মার্জ্জিত সেই কর্ম্ম-বন্ধন গুরুদেব আত্ম-জ্ঞান প্রদানে ছিন্ন করেন। কর্ম্মবন্ধ ছেদনের উপায় নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে—(ক) কর্ম্মফল ত্যাগ, (খ) কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন, ও (গ) ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়।

(ক) কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম কর্ম্মফলত্যাগ বা নিষ্কাম কর্ম্মসাধন। নিষ্কাম কর্ম্মে কেবল কর্ত্তব্যবোধ মাত্র থাকে। নিষ্কাম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম এক পদার্থ নহে। উভয়ের প্রভেদ আছে। কর্ত্তব্যকর্ম্ম কঠোর; কর্ত্তব্যপালনে হর্ষ, বিষাদ ও সময় সময় অনুতাপ পর্য্যন্ত হয়। কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে ফলাপেক্ষা আছে। নিষ্কাম কর্ম্মে কঠোরতা নাই; উহা ফলাপেক্ষি নহে। কার্য্য সিদ্ধি হইলে হর্ষ নাই, অসিদ্ধি হইলেও বিষাদ নাই। সিদ্ধি অসিদ্ধির কামনা বা অনাকাঙ্ক্ষা নাই। জয় পরাজয়, লাভা-লাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান। ঔচিত্য (Sense of rightness) প্রেরণায় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরক নাই। প্রেরক নাই বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম উদ্দেশ্য বিহীন নহে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্ম হইতে পারে না।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

সকামী ও নিষ্কামী উভয়েই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করে। তবে সকামী ফলাসক্ত, সুতরাং কার্য্য সিদ্ধিতে হৃষ্ট ও অসিদ্ধিতে অবসন্ন হয়। নিষ্কামকর্ম্মী ফলস্পৃহাশূন্য, সুতরাং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য জ্ঞান।

নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ নহে। কর্ম্মত্যাগ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না। কর্ম্ম-ফল ত্যাগকেই সুধীগণ কর্ম্ম ত্যাগ বলেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩, ৪॥
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ৬, ১॥

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮, ২ ॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভুর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২, ৪৭ ॥

'কর্ম্মের অনম্নুষ্ঠানেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধি হয় না। কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী— নিরগ্নি ও অক্রিয় যোগী নহেন। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ সন্ন্যাস ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। কর্ম্মে তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। কর্ম্মফলে যেন তোমার প্রবৃত্তি ও অকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়।'

নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া সাধক বিমল আনন্দ অনুভব করেন। সে আনন্দে স্বার্থের অণুমাত্র যোগ নাই। মাতা শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, দাতা দীনহীনের দুঃখ বিমোচন করিয়া যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে সেই আনন্দ হয়।

(খ) কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন। আমি করিলাম, আমি দিলাম ইত্যাকার অহং-কার ত্যাগ। এই অহংকারে নিষ্ক্রিয় আত্মার কর্ম্মবন্ধন হয় ও কর্ম্মের ফলাফল আত্মাকে ভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩, ২৭ ॥

'প্রকৃতিজ গুণসমূহ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। অহংকার বিমূঢ় পুরুষ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে।' প্রকৃতি কর্ত্রী ও আত্মা দ্রষ্টা এইরূপ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে।

(গ) ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ ও যজ্ঞার্থে (Sacrifice) কর্ম্মানুষ্ঠান। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৬, ২৭ ॥

'আহুতি, ভোজন, দান, তপস্যা যাহা কিছু কর, সকলই আমায় অর্পণ করিবে।'

শমাদি ষট্ সম্পত্তি।

শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরাম।
ষষ্ঠ তিতিক্ষা ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ ১৫ ॥
বিষয়ে নিরুদ্ধ মন কহে মুনি শম।
ইন্দ্রিয় দমন কহে সুধীজন দম॥ ১৬
সত্য গুরু বেদ বাক্য, শ্রদ্ধা এ বিশ্বাস।
সমাধান তার নাম বিক্ষেপের নাশ॥ ১৭ ॥
তেয়াগে সকল কর্ম্ম সহিত সাধন।
বিষয়ে দেখিয়ে বিষ করে পলায়ন।
নয়নে নেহারি' নারী প্রত্যাহারে কাম।
সদাশয় তার কয় নাম উপরাম॥ ১৮।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তাপ, শীত, সুপটু সহনে।
তিতিক্ষা তাহারে কহে সুপণ্ডিত জনে॥ ১৯ ॥
শমাদি সম্পত্তি ছয় একই সাধন।
নহে নব, চতুষ্টয় মানয়ে সুজন॥ ২০ ॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্-সম্পত্তি। ১৬॥

[টীকা :—সম্পত্তি অর্থে প্রাপ্তি। ষট-প্রাপ্তি ছয়টি হইলেও উহা একই সাধন।]

শম, দম লক্ষণ।

বিষয় হইতে মনের নিরোধকে (প্রত্যাহার) সুধীগণ শম বলেন, ও ইন্দ্রিয় দমনকে দম বলেন॥ ১৭॥

[টীকা :—সাধনপথে প্রবিষ্ট হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সকল নিয়ম পালন ভিন্ন সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপায়ান্তর নাই। প্রথমে চিত্তসংযম ও ইন্দ্রিয়দমন আবশ্যক। ঐ চিত্ত কি ও কিরূপেই উহা সংযত হয়? কেই বা উহাকে সংযত করে?

সাধারণতঃ কেহ যখন অপরের সম্বন্ধে "সে" বলে, তখন সেই "সে" শব্দে তাহার মনকে লক্ষ্য করে? প্রকৃতপক্ষে "সে" এই শব্দ 'মন" নহে, পরন্তু মনের অন্তরালে থাকিয়া মনকে যিনি পরিচালনা করিতেছেন "সে" শব্দ

তল্লক্ষ্য। মন বড়ই প্রমাথি, উহাকে সংযত করা বড়ই কঠিন। কোন ব্যক্তিকে যখন আমরা আত্মসংযমী বলি, তখন আমাদের অভিপ্রায় এই যে ঐ ব্যক্তির মন তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে বলবান। সে ব্যক্তি প্রলোভনে পড়িয়া বলিতে পারে "না, আমি লোভে পড়িব না ; আমি ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিচালিত হইব না।" ঐ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ মনের বশীভূত। মনীষীগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), বুদ্ধিকে সারথী, শরীরকে রথ ও আত্মাকে রথী বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ এই দেহরথকে বিষয়পথে টানিতেছে। যে ব্যক্তি অবিবেকী, যাহার চিত্ত বশে আসে নাই, তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্টাশ্বের ন্যায় যথেচ্ছগামী। যিনি বিবেকী, যাঁর চিত্ত সংযত, তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম সদশ্বের ন্যায় বশীভূত। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়পথে যথেচ্ছা দৌড়িতে দেন না। বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে সংযত করেন ; পরে মনকে বুদ্ধিতে ও বুদ্ধিকে আত্মায় সংযত করেন। ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত স্থির হইলে, বুদ্ধি স্ববিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়। বুদ্ধি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থাকেই ভগবান গীতায় "স্থিতধী" বলিয়াছেন।

মন স্থির হইয়া বুদ্ধিতে সংযত হইলে, বুদ্ধি স্থির হয়। স্থির বুদ্ধি, নিষ্কম্প স্বচ্ছ সরোবর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল দর্পণ সম শোভা পায়। সেই স্থির বুদ্ধিরূপ দর্পণে আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ধারণ কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে ? মন বড়ই চঞ্চল জানিয়া অর্জ্জুন ভগবানকে কহিলেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীতা ৬, ৩৪॥

'হে কৃষ্ণ! মন অতীব চঞ্চল, প্রমাথি, বলবান ও সুদৃঢ়। সেই মনের নিগ্রহসাধন বায়ুনিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।'

ভগবান কহিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬, ৩৫॥

'হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহা সুনিশ্চিত; কিন্তু কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা * উহা নিগৃহীত হয়।'

---

* "অভ্যাস বৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ"। পাতঞ্জল যোগসূত্র ১ ১২।

মন নিগ্রহের, চিত্তবৃত্তি নিরোধের অন্য উপায় নাই। কেবল অভ্যাস—সদা অভ্যাস। সকল কার্য্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা মন স্থির করিতে হইবে। কোন বিষয় চিন্তা করিবার সময় মন নানা দিকে ধাবিত হয়। চিন্তার গতি পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া সেই বিষয়ে সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় †। মন স্থির হইলে চিত্তের স্থিরতা হয়। শ্রবণাদি চিত্ত স্থৈর্য্যের সহায়। আত্মা সম্বন্ধে মনীষীগণের বাক্য শ্রবণ, তদ্বিষয় চিন্তন ও ধ্যান ধারণাকে ‡ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কহে। নিদিধ্যাসনের চরম অবস্থার নাম সমাধি। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের নাম দম।]

উপরাম বা উপরতি লক্ষণ।

সাধন সহিত সমস্ত কর্ম্ম বর্জ্জন; বিষয়কে বিষ সম জ্ঞান; রমণী দর্শনে কামবৃত্তির প্রত্যাহার—এই সকল উপরতির লক্ষণ। ১৮ ॥

[টীকা :—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ বর্জ্জনের নাম উপরতি। উপরতি হইতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আইসে।]

তিতিক্ষা লক্ষণ।

শীত আতপ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, এই সকল সহন স্বভাবকে জ্ঞানী আচার্য্যগণ তিতিক্ষা কহেন।

[টীকা :—দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ, মান অপমান—এই সকল বিরুদ্ধ-স্বভাব পদার্থ প্রসন্ন মনে সহনের নাম তিতিক্ষা। অনিষ্ট করিলে তদ্দণ্ডেই যাহাকে শাস্তি দিতে পারা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এই তিতিক্ষার কার্য্য। অপরের আচরণ বা ব্যবহার বিশেষে বিরক্তি, ক্রোধ অথবা জিঘাংসা এই তিতিক্ষাবলে তিরোহিত হয়। সর্ব্ব অবস্থায় সকলের প্রতি স্নেহ দয়া ও ক্ষমা সমভাবে করিতে হইবে। নিজ

---

† চিত্তনদী কৈবল্য ও সংসাররূপ উভয় দিক বাহিনী। কৈবল্য-মুখে কল্যাণের নিমিত্ত ও সংসার-মুখে পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত। বৈরাগ্যবলে সংসার অভিমুখে ধাবিত প্রবাহ রুদ্ধ হয়। অভ্যাসবলে কৈবল্য-প্রবাহ প্রবল হয়। দীর্ঘকাল নিরন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা ও শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে সে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। [পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য ১, ১২, ১৪।]

‡ প্রথম তরঙ্গে ২২, ২৩ দোঁহার টীকা দ্রষ্টব্য।

সংসার-বিপাকে, উপার্জ্জন কষ্টে, রোগে, শোকে, আপদে, বিপদে কিছুতেই সাধনপথ হইতে মন টলিবে না। অবস্থা-বিপর্য্যয় কালে মনে হয়, বুঝি বা গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। গুরুদেব কৃপাময়, স্বানুচরকে কখন পরিত্যাগ করেন না। অবস্থা-বিপর্য্যয় কর্ম্মরূপ ঋণের পরিশোধ। হৃষ্টচিত্তে সহন করিলে, ধৈর্য্য ও কর্ম্ম-ফল-সহিষ্ণুতা লাভ হয়।]

শ্রদ্ধা ও সমাধান লক্ষণ।

বেদ ও গুরু বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা; মনের বিক্ষেপ নাশের নাম সমাধান। ১৯॥

[টীকা ঃ—বেদ ও গুরু বাক্য সত্য—এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ভব-দুঃখ-ছেদনে ও আত্মজ্ঞানরূপ সার সম্পদ প্রদানে গুরুদেবই সমর্থ—এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোর্পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আত্ম বিষয় শ্রবণ; তদনুকূল বিষয়ে মনের তৎপরতা ও একাগ্রতা; তুচ্ছ বোধে বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—এই সকলের নাম সমাধান।]

শমাদি ষট্-সম্পত্তি একই সাধনের অন্তর্গত। বিবেকাদি নয়টি সাধন নহে, পরন্তু সাধন চারিটি মাত্র। ২০॥

[টীকা ঃ—শমাদি ছয়টি পরস্পরের সহকারিত্ব হেতু একই সাধন বলিয়া গণ্য করা যায়।]

মুমুক্ষুত্ব লক্ষণ।

মোক্ষরূপ, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি, বন্ধের ছেদন।
কাঙ্ক্ষা তার মুমুক্ষুতা কহে মুনিজন॥ ২১॥

ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ও ভব-বন্ধনের নিবৃত্তির ইচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২১॥

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন।

শ্রবণাদি মিলি জ্ঞানসাধন সপ্তম।
'ত্বম্'পদ "তৎ"পদ অর্থ শোধন অষ্টম॥ ২২॥
অন্তরঙ্গ এই আট, যজ্ঞ বহিরঙ্গ।
অন্তরঙ্গ ধরি, ছাড় বহিরঙ্গ সঙ্গ। ২৩॥

সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং "তৎ" ও "ত্বম্" পদের অর্থ শোধন—এই আটটি জ্ঞানের সাধন। এই অষ্টসাধনকে অন্তরঙ্গ সাধন কহে; যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ ছাড়িয়া অন্তরঙ্গ সাধনের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। ২২, ২৩॥

[টীকাঃ—বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এবং "তৎ" পদ ও "ত্বম্" পদের অর্থশোধন (সূক্ষ্ম অর্থ পরিভাবন), জ্ঞানের এই অষ্টপ্রকার অন্তরঙ্গ (Immediate) সাধন বলা যায়। চৈতন্য ও জড়, কার্য্যকারণ, অধিষ্ঠান অধ্যস্ত, দ্রষ্টা দৃশ্য, সাক্ষী সাক্ষ্যভাব পরস্পর মিশ্রিত। পয়ঃ-মিশ্রিত সলিল-রাশি হইতে হংস যেরূপ দুগ্ধ পৃথক করে, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রক্রিয়ায় বিচার দ্বারা চৈতন্যযুক্ত জড় হইতে চৈতন্যের পৃথকত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই পৃথককরণের নাম শোধন।

যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপকে বহিরঙ্গ (Remote) সাধন কহে। বহিরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ সাধন শ্রেষ্ঠ। সকাম পুরুষ যজ্ঞাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এই হেতু বহিরঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্তরঙ্গ সাধন কথিত হইয়াছে। সাধনার উচ্চস্তরে উঠিলেই সাধক বহিরঙ্গ ত্যাগ করেন। সাধনার নিম্নস্তরে শিক্ষার (Training) নিমিত্তই বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান। বিহিত বাহ্যিক ক্রিয়াদ্বারা আলস্যাদি তামসিক বৃত্তিনিচয়ের ক্ষয় সাধিত হয়। রাজসিক বৃত্তিসমূহের যথাবিহিত পরিচালনে কর্ত্তব্যবোধের বিস্তৃতি ঘটে। সাত্ত্বিকবৃত্তির উদ্ভবে স্বার্থপরতার অবসান হয়। বহিরঙ্গসাধনে সদভ্যাস দৃঢ় হয় ও সদ্বৃত্তি সমূহ বলবৎ হয়।

যাহার জ্ঞানে অথবা শ্রবণে প্রত্যক্ষফল হয়, তাহাকে অন্তরঙ্গ সাধন বলে। অন্তরঙ্গ সাধন জ্ঞান লাভের সন্নিকট (Immediate) উপায়। বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয়; শ্রবণাদির অনুকূল। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জ্ঞানের অনুকূল। "তৎ" ও "ত্বম" পদের প্রকৃত সূক্ষ্ম অর্থ না জানিলে অভেদ জ্ঞান হয় না। দূরবর্ত্তী বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল হয় না। সুতরাং বহিরঙ্গ জ্ঞানের প্রত্যক্ষফল সাধন নহে।

শ্রবণাদি জ্ঞানের অনুকূল। শ্রবণাদি হইতে বিবেকাদি ষট্-প্রাপ্তি হয়।

এই হেতু জ্ঞান সম্বন্ধে বিবেকাদি হইতে শ্রবণাদি সন্নিকট বা অন্তরঙ্গ। শ্রবণাদি হইতে বিবেকাদি দূরবর্ত্তী বা বহিরঙ্গ।

দূরবর্ত্তী হইলেও জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির অনুকূল বিবেকাদি প্রত্যক্ষফল হয়। এই হেতু বিবেকাদিকেও অন্তরঙ্গ সাধন বলা যায়।

বিচার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্য, জ্ঞানের মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধন। শ্রবণাদি জ্ঞানের মুখ্যসাধন নহে। কারণ, যুক্তিদ্বারা বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে শ্রবণ বলে। অদ্বৈততত্ত্ব বেদান্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য *। সেই তাৎপর্য্য নির্ণায়ক ছয়টী লিঙ্গ[১] আছে।

শ্রবণ।

সে ছয়টী লিঙ্গ এই:—(ক) উপক্রম[২] ও উপসংহারের[৩] একরূপতা[৪]। (খ) অভ্যাস অর্থাৎ অদ্বৈতরূপ অর্থের পুনঃ পুনঃ কথন[৫]। (গ) অপূর্ব্বতা,—অর্থাৎ প্রমাণান্তর হইতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অজ্ঞাততারূপ অপূর্ব্বতা। (ঘ) ফল,—অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে সমূল শোকমোহ নিবৃত্তিরূপ ফল। (ঙ) ভেদ জ্ঞানের নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের স্তুতিরূপ অর্থবাদ[৬]। (চ) কার্য্যকারণের অভেদবোধক ও অদ্বৈতজ্ঞানের অনুকূল দৃষ্টান্তরূপ উপপত্তি[৭]। অদ্বৈত

---

* বক্তার ইপ্সিত অর্থকে তাৎপর্য্য কহে। যে অর্থে বক্তার তাৎপর্য্য জ্ঞান হয়, সেই অর্থে শ্রোতার শব্দ জ্ঞান হয়। শব্দবোধ যোগ্যতা সাপেক্ষ। পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে সম্বন্ধকে যোগ্যতা কহে। "বহ্নিদ্বারা সেচন করে" বলিলে বহ্নি ও সেচনে সম্বন্ধ যোগ্যতা হয় না। শ্রোতার শব্দজ্ঞান বক্তার তাৎপর্য্য লক্ষ্য। ভোজন সময়ে "সৈন্ধব আন" বলিলে অশ্ব বিষয়ে বক্তার ইচ্ছারূপ অর্থ সম্ভবেনা; সেইরূপ গমন সময়ে "সৈন্ধব আন" বলিলে লবণের শব্দবোধ হয় না। সুতরাং শব্দ জ্ঞান তাৎপর্য্য জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।

(১) যেরূপ ধূম হইতে বহ্নি জানা যায় বলিয়া ধূমকে বহ্নির লিঙ্গ বলে।

(২) উপক্রম অর্থে প্রকরণ আরম্ভ। (৩) উপসংহার অর্থে প্রকরণ সমাপ্তি।

(৪) যেরূপ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপক্রম বা আরম্ভ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং উপসংহার বা সমাপ্তিও ঐ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

(৫) ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" বাক্য নয়বার আছে।

(৬) স্তুতি অথবা নিন্দাবোধক বচনকে অর্থবাদ বলে। উপনিষদসমূহে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধক স্তুতি স্পষ্টতঃ রহিয়াছে।

(৭) কথিত অর্থের অনুকূল যুক্তিকে উপপত্তি কহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সকল পদার্থের ব্রহ্ম হইতে অভেদ ও কার্য্যকারণের অভেদ প্রতিপাদক বহু দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মবিষয়ে এই ষড়লিঙ্গ সম্বলিত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে শ্রবণ বলে। সেই তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের সাধন—বেদান্তবাক্যের অভ্যাস। সুতরাং সেই সাধন বা অভ্যাসকেও শ্রবণ বলা যায়।

জীবব্রহ্মের একত্ব সাধক ও ভেদবাধক যুক্তিপরম্পরা দ্বারা "একমেবা দ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের চিন্তনকে মনন কহে। জীবব্রহ্মের অভেদ, অনুমান সিদ্ধ। সেই অভেদ পরার্থানুমান সাধ্য, স্বতন্ত্র অনুমান সাধ্য নহে। মহাবাক্য হইতে যে অনুমান, তাহাকে পরার্থানুমান কহে।

মনন।

বেদান্তবাক্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ে অন্য প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না। পরার্থানুমান বহুতর আছে। জীবব্রহ্মের অভেদসাধক একটী যুক্তি উদ্ধৃত হইল;—"জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ। চেতনত্বাৎ। যত্র যত্র চেতনত্বং তত্র ব্রহ্মাভেদঃ। যথা ব্রহ্মণি॥" 'চৈতন্য হেতু, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যথায় যথায় চেতনত্ব আছে, তথায় ব্রহ্ম হইতে অভেদ; যেরূপ ব্রহ্মে।' এস্থলে জীব পক্ষ, ব্রহ্ম হইতে অভেদ সাধ্য; চেতনত্ব হেতু, ব্রহ্ম দৃষ্টান্ত। প্রতিবাদীপক্ষ জীবে চেতনত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু চেতনত্ব হেতু জীবব্রহ্মের অভেদ—ইহাতে ব্যভিচার শঙ্কা করেন। এই শঙ্কা তর্কদ্বারা দূষিত হয়। চেতনত্বহেতু জীবব্রহ্মের অভেদ যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে চৈতন্যের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদক শ্রুতিবিরোধ ঘটে।

জীবব্রহ্মের ভেদবাধক যুক্তি একটী উদ্ধৃত করা গেল:—"ব্যাবহারিক * প্রপঞ্চো মিথ্যা। জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ। যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তত্র মিথ্যাত্বং। যথা শুক্তিরজতাদৌ।" এ স্থলে "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ" পক্ষ, মিথ্যাত্ব সাধ্য; জ্ঞাননিবর্ত্ততা হেতু। "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চোমিথ্যা" এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য। জ্ঞান নিবর্ত্ত্যত্বাৎ" এইটী হেতু বাক্য। "যত্র যত্র জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বং তত্র মিথ্যাত্বং, যথা শুক্তি রজতাদৌ" এইটী উদাহরণ বাক্য। প্রতিবাদীপক্ষ প্রপঞ্চের জ্ঞান নিবর্ত্ত্যতা মানিয়া মিথ্যাত্বে ব্যভিচার শঙ্কা করেন। যুক্তিদ্বারা এই শঙ্কার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান হইতে সত্যের নিবৃত্তি সম্ভবে না। নিবৃত্তি মানিয়া মিথ্যাত্ব না মানিলে, জ্ঞান হইতে সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি প্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ ঘটে। এখন দেখা যাউক নিবৃত্তি হইতে মিথ্যাত্ব কিরূপে আইসে। "তরতি

---

* প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। প্রতিভাসকপ্রপঞ্চ পরমার্থতত্ত্ববোধক। তদ্ভিন্ন সকলই ব্যাবহারিক।

শোকমাত্মবিৎ” এই বাক্যে জ্ঞান হইতে শোকের নিবৃত্তি শ্রুত হয়। শোক যদি মিথ্যা না হয়, তবে এই বাক্যের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং, জ্ঞান হইতে শোকের নিবৃত্তি অনুপপত্তি হেতু বন্ধমিথ্যাত্বের কল্পনা হয়। জ্ঞান হইতে শোক নিবৃত্তি উপপাদ্য, ও বন্ধমিথ্যাত্ব উপপাদক। মহাবাক্য হইতে জীবব্রহ্মের অভেদ শ্রুত হয়। জীবব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ সম্ভবে না, ঔপাধিক ভেদ সম্ভবে। সুতরাং অনুপপত্তিহেতু ঔপাধিক ভেদের কল্পনা। এস্থলে জীবব্রহ্মের অভেদ উপপাদ্য ও ভেদের ঔপাধিকতা উপপাদক। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে শুক্তিতে রজত জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। শুক্তিতে ত্রিকালেও রজত নাই। শুক্তিতে রজত মিথ্যা বা কল্পিতমাত্র। মুদ্গর আঘাতে ঘটাদির যেরূপ চূর্ণভাবে নাশ হয়, মিথ্যা বা কল্পিতের সেরূপ নাশ হয় না। পরন্তু জ্ঞান হইলে অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্পিতের নিবৃত্তি হয়।

বিষয়ান্তর হইতে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন করার নাম ধারণা। ধ্যেয়াকারে চিত্তস্থিতির নাম ধ্যান। একতান ধ্যানের নাম নিদিধ্যাসন। ব্যবধান বা প্রত্যবায়রহিত ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে, অনাত্মাকার বৃত্তির স্থিতিকে নিদিধ্যাসন কহে। নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে অনাত্মাকার বৃত্তির সদৃশ প্রবাহ-ভাব হয়। নিদিধ্যাসনের পরিণাম অবস্থার নাম সমাধি। সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়ের পৃথক ভাব থাকে না। পরন্তু সে অবস্থায় জ্ঞান ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়। সমাধির নিদিধ্যাসনেই অন্তর্ভাব, পৃথক সাধন নহে।

নিদিধ্যাসন।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে। উহারা বুদ্ধির অসম্ভাবনা বা সংশয়,* ও বিপরীত ভাবনা বা বিপর্য্যয় † রূপ দোষের নাশক। শ্রবণ দ্বারা প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ দূর হয়। মনন দ্বারা প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ

---

* “এটী শুক্তি কি রজত”, “এটী রজ্জু কি সর্প” এইরূপ অনিশ্চিত জ্ঞানদ্বয়কে সংশয় বলে। সংশয় স্থলে জ্ঞানকালে পদার্থের নিশ্চয়তা হয় না।

† প্রকৃত বস্তুকে অন্যরূপ জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান। “এটী রজত” “এটী সর্প”—শুক্তি অথবা রজ্জুতে এইরূপ বিপরীত বা ভ্রম জ্ঞানকে বিপর্য্যয় বলে। পরে যথার্থ জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব জ্ঞান বাধিত হয়। ভ্রমস্থলে পূর্ব্বজ্ঞান নিশ্চয় হইয়া পরে বাধিত হয়।

দূর হয়। বেদান্ত বাক্য* অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক অথবা অন্য অর্থের প্রতিপাদক—প্রমাণ বিষয়ে এইরূপ সন্দেহ হইলে তাহা শ্রবণদ্বারা বিদূরিত হয়। জীবব্রহ্মের অভেদ সত্য, না ভেদ সত্য,—প্রমেয় বিষয়ে এইরূপে সন্দেহ হইলে তাহা মনন দ্বারা নিবাকৃত হয়। দেহাদি সত্য ও জীবব্রহ্মের ভেদ সত্য—এইরূপ জ্ঞানকে বিপরীত ভাবনা বা বিপর্য্যয় কহে। এই বিপরীত ভাবনা নিদিধ্যাসন দ্বারা দূরীভূত হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এইরূপে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার নাশ করে। সংশয় ও বিপর্য্যয়—জ্ঞানের প্রত্যবায়। সেই অন্তরায় নাশ করে বলিয়া শ্রবণাদি জ্ঞানের হেতু, সাক্ষাৎ হেতু নহে।

শ্রোত্রসম্বন্ধী বেদান্ত বাক্য, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। ব্রহ্মবোধক বেদান্ত বাক্য দ্বিবিধঃ—(১) অবান্তর বাক্য, (২) মহাবাক্য।

(১) অবান্তর বাক্য। পরমাত্মা অথবা জীবের স্বরূপ বোধক বাক্যকে অবান্তর বাক্য বলে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এইটী অবান্তর বাক্য। অবান্তর বাক্যে শ্রোতার স্ব-স্বরূপ বোধ হয় না। সুতরাং অবান্তর বাক্য হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, পরোক্ষ জ্ঞান হয়। "ব্রহ্ম আছেন" এই জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান কহে।

(২) মহাবাক্য। জীবব্রহ্মের একত্ব বোধক বাক্যকে মহাবাক্য কহে। "তত্ত্বমসি" এইটি মহাবাক্য। এই মহাবাক্যে "ত্বম্' পদ শ্রোতার স্বরূপবোধক। এই বাক্য আচার্য্য-মুখে উচ্চারিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে সংযোগ হইবামাত্র "আমি ব্রহ্ম" শ্রোতার এই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। সুতরাং মহাবাক্য হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, পরোক্ষ জ্ঞান হয় না। শ্রোত্র সম্পর্কে অবান্তর বাক্য পরোক্ষ জ্ঞানের হেতু, ও মহাবাক্য অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু।

অবান্তর বাক্য দ্বিবিধঃ—"তৎ"পদার্থ বোধক, ও "ত্বম্" পদার্থ বোধক।

---

* ন্যায় রত্নাবলী মতে বেদব্যাসের শারীরক মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য, শাঙ্করভাষ্যের টীকা ভামতী, ভামতীর টীকা বেদান্ত-কল্পতরু ও বেদান্ত-কল্পতরুর টীকা বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল—এই পাঁচখানি বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্তসার মতে বেদের অন্ত এই ব্যুৎপত্তিতে উপনিষৎ, উপনিষদের অর্থবোধক শারীরকসূত্র আদি ও উপনিষদের অর্থ সংগ্রাহক ভগবদ্ গীতা প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রের অন্তর্গত।

তৎ-পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্য প্রত্যক্ষজ্ঞান জননে যোগ্য নহে। কিন্তু "য এষ হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি "ত্বম্"পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্যে শ্রোতার স্বরূপ বোধক পদ থাকায়, ঐ বাক্যও মহাবাক্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান জননে যোগ্য। সুতরাং "ত্বম্" পদার্থ বোধক অবান্তর বাক্য হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু এবম্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান ব্রহ্মা-ভেদ গোচর করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং তাহা পরম পুরুষার্থ সাধক হয় না।

একদেশী* আচার্য্যগণ মতে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-সম্বলিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, ও কেবল-বাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাঁহা-দের মতে কেবল-বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে, শ্রবণাদি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই মত সমীচীন নহে, কারণ —

শব্দের স্বভাব এই যে, যে বস্তু ব্যবহিত † হয়, শব্দদ্বারা তাহার পরোক্ষ জ্ঞান হয়। ব্যবহিত বস্তুর কোন প্রকারেই শব্দদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। বাক্যদ্বারা, ব্যবহিত স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের পরোক্ষজ্ঞান হয়। বিষয় অব্যবহিত বা সন্নিহিত হইলে শব্দদ্বারা তাহার অপরোক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান হয়। যে স্থলে, (শ্রোতার স্বরূপ বোধক পদরহিত) বাক্য সন্নিহিত বস্তুকে অস্তিরূপে বোধন করায়, সে স্থলে অব্যবহিতের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। যেমন, "দশমোঽস্তি" (দশম পুরুষ আছে ‡) এই বাক্যে অস্তিরূপে

---

* সিদ্ধান্তের একদেশ আশ্রয় করিয়া যাহারা স্বতন্ত্র অধিক অর্থ নিরূপণ করেন তাঁহা-দিগকে একদেশী বলা যায়। যেমন, পঞ্চদশীকার।

† দেশ ও কালগত অন্তরায়কে ব্যবধান কহে। ব্যবধানযুক্ত বস্তুকে ব্যবহিত কহে। যে বস্তু দূরদেশে আছে, তাহা দেশ দ্বারা ব্যবহিত। যে বস্তু অতীত কিম্বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে আছে, তাহা কালদ্বারা ব্যবহিত। দেশ ও কালগত অন্তরায় রহিত বস্তুকে অব্যবহিত কহে।

‡ প্রবাদ এই—দশটি বালক চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত দেশান্তর যাইতেছিল। পথিমধ্যে মরীচিকায় পতিত হয়। পরে উত্তীর্ণ হইয়া একটি বালক অপরগুলিকে গণনা করিয়া ও আপনাকে গণনা না করিয়া বলিতে থাকে, "দশম পুরুষ নাই, তাহাকে দেখিতেছি না।" এই বলিয়া রোদন করিতে থাকে। পশ্চাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া বলে "দশম আছে"। বালক জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" সে ব্যক্তি বলিল "দশম তুমি"। তখন দশম পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞান হইয়া বালক হৃষ্ট হইল।

বোধিত অব্যবহিত দশম, শব্দ দ্বারা তাহার পরোক্ষ জ্ঞান হয়। আর যে স্থলে "ইদমস্তি" (ইহা আছে) এই বাক্যে অব্যবহিত বস্তুকে শব্দ বোধন করায়, সে স্থলে শব্দ দ্বারা অব্যবহিত বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়। যেমন "দশমস্ত্বমসি" (দশম তুমি) এইবাক্যে প্রথমপদে যে দশমকে বোধন করা হইল, তাহা শ্রোতার স্বরূপ বোধক "ত্বম্" পদযুক্ত। সুতরাং ঐ বাক্যে শ্রোতার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কারণ, ঐ বাক্যে বোধিত দশম পুরুষ শ্রোতার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু শ্রোতার স্বরূপ, সুতরাং অতিসন্নিহিত। সেইরূপ সকলের আত্মাভূত, সুতরাং অত্যন্ত অব্যবহিত যে ব্রহ্ম, তাহাকে অবান্তর বাক্য অস্তিরূপে বোধন করায়। সুতরাং অব্যবহিত ব্রহ্মেরও অবান্তর বাক্য দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান হয়। আর "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্যের ন্যায়, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শ্রোতার আত্মরূপ করিয়া ব্রহ্মকে বোধন করায়। সুতরাং মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়।

কেবল-বাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞানবাদীরা এইরূপ শঙ্কা করেন যে— যে বস্তুর অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেই বস্তু বিষয়ে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা হয় না। সুতরাং শ্রবণাদি বিফল হইয়া যায়। এই শঙ্কা সম্ভবে না। কারণ, মন্ত্রীর * নেত্রদ্বারা রাজার অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও বিপরীত ভাবনা দূর হয় না। মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, পরন্তু যাহার বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা অথবা বিপরীত ভাবনা দোষ আছে, তাহার দোষরূপ কলঙ্কযুক্ত জ্ঞান সফল হয় না। দোষের নিবৃত্তির জন্য শ্রবণাদি আবশ্যক। শ্রবণাদি দোষ নিবৃত্তি করে। এই হেতু মহাবাক্য জ্ঞানের সাধন,—শ্রবণাদি নহে। দোষ নাশক বলিয়া শ্রবণাদিকে জ্ঞানের হেতু বলা যায়। শ্রবণাদির হেতু বিবেকাদি। সুতরাং বিবেকাদিকে জ্ঞানের সাধন বলে। বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয় সমাযুক্ত যে পুরুষ, সেই অধিকারী।

সম্বন্ধ বর্ণন।

গ্রন্থ হতে প্রতিপাদ্য বিষয়েরে বলে।
প্রাপ্য প্রাপক ভাব অধিকারী ফলে ॥ ২৪ ॥

---

* মূলে ভচ্ছু নামক মন্ত্রীর উল্লেখ আছে। ভচ্ছু সম্বাদ পঞ্চম তরঙ্গে সবিস্তার আছে।

গ্রন্থ ও ব্রহ্মের পরস্পর প্রতিপাদক প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ ; অধিকারী ও ফল পরস্পর প্রাপক প্রাপ্য সম্বন্ধ। ২৪ ॥

[টীকা :—গ্রন্থ ও বিষয়ের প্রতিপাদক প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ। গ্রন্থ প্রতিপাদক ও বিষয় প্রতিপাদ্য। যে প্রতিপাদন করে তাহাকে প্রতিপাদক ও যাহা প্রতিপাদন যোগ্য তাহাকে প্রতিপাদ্য বলে। ফল ও অধিকারীতে প্রাপ্য প্রাপক সম্বন্ধ। যাহা পাওয়া যায় তাহা প্রাপ্য ও যে প্রাপ্তি করায় সে প্রাপক। অধিকারী ও বিচারের কর্ত্তা কর্ত্তব্য সম্বন্ধ। অধিকারী কর্ত্তা, বিচার কর্ত্তব্য। যে করে সে কর্ত্তা, যাহা করণযোগ্য তাহা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও গ্রন্থে জন্য জনক সম্বন্ধ। বিচার দ্বারা গ্রন্থ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক, জ্ঞান জন্য। যাহার উৎপত্তি হয় তাহাকে জন্য বলা যায়। এইরূপ অনেক সম্বন্ধ আছে।]

জীবব্রহ্মে নাহি ভেদ, গ্রন্থের বিষয়।
নির্ব্বোধ দেখয়ে ভেদ স্বরূপে উভয় ॥ ২৫ ॥

জীব ব্রহ্মের একতা, বুধজন বেদান্তের বিষয় বলেন। যে জীব ব্রহ্মের ভেদ বলে, সে মন্দমতি অজ্ঞ। ২৫ ॥

[টীকা ;—জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থের বিষয়। যাহা প্রতিপাদন করা যায় তাহাকে বিষয় বলে। জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সুতরাং জীবব্রহ্মের একতা এই গ্রন্থের বিষয় (Subject)।]

পরম আনন্দ প্রাপ্তি প্রয়োজন মানি।
জগৎ অনর্থ হেতু তার অতি হানি ॥ ২৬ ॥

স্ব-স্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি এবং কারণ অজ্ঞান সহিত জগৎরূপ অনর্থের নাশ প্রয়োজন। ২৬ ॥

[টীকা :—সংসার ও সংসার-কারণ অজ্ঞান, জন্ম-মরণ-রূপী দুঃখের হেতু। সুতরাং উহাদিগকে অনর্থ বলে। সেই অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। সেই মোক্ষ এই গ্রন্থের পরম প্রয়োজন। জ্ঞান অবান্তর প্রয়োজন। যে বিষয়ে পুরুষের অভিলাষ হয়, তাহাকে পরম প্রয়োজন বলে। উহাকে পুরুষার্থও বলে। দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের প্রাপ্তি বিষয়ে সকল পুরুষেরই অভিলাষ হয়। তাহাই মোক্ষের স্বরূপ। সুতরাং মোক্ষই পরম প্রয়োজন,—জ্ঞান নহে।

জ্ঞান মোক্ষের সাধন, এই কারণ জ্ঞান অবান্তর প্রয়োজন। যে বস্তু দ্বারা পরম প্রয়োজনের প্রাপ্তি হয়, তাহাকে অবান্তর প্রয়োজন বলে।]

শঙ্কা ও সমাধান।

বেদ কহে জীবরূপ আনন্দ অপার।
তার সুখ প্রাপ্তি কথা অতীব অসার॥ ২৭॥
অপ্রাপ্ত যে বস্তু থাকে তার প্রাপ্তি হয়।
নিত্যপ্রাপ্ত সেই বস্তু, তার প্রাপ্তি নয়॥ ২৮॥
লেশমাত্র শঙ্কা আনি,　　করোনা বিশ্বাস হানি,
গুরুর কৃপায় কত শঙ্কা দূরে যায়।
করের কঙ্কণ যথা　　হারায়েছে ভ্রম কথা,
প্রাপ্ত প্রাপ্তি জান, যবে জ্ঞানেতে মিলায়॥ ২৯, ৩০॥

বেদ কহে জীবের স্বরূপ পরমানন্দ। সেই জীবের সুখপ্রাপ্তি অসম্ভব বাক্য। অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি সম্ভবে। নিত্য প্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? এইরূপ অণুমাত্র সংশয় আনিয়া বিশ্বাসের হানি করিও না। গুরুকৃপা সেই কুতর্কজাল ছিন্ন করে। যে স্থলে করস্থিত কঙ্কণ হারাইয়া গেছে ভ্রম হয়, সে স্থলে জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত সেই কঙ্কণের প্রাপ্তপ্রাপ্তি জানিবে। ২৭॥

[টীকা:—প্রয়োজন বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি গ্রন্থের প্রযোজন।" তাহা সম্ভবে না, এইরূপ শঙ্কা কাহারও হইতে পারে। কারণ সকল বেদেই জীবের পরমানন্দ স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। যাহা অপ্রাপ্ত, তাহারই প্রাপ্তি সম্ভবে। সদা প্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং, সদা পরমানন্দ স্বরূপ যে আত্মা তাহার পরমানন্দ প্রাপ্তি অসম্ভব। এইরূপ সংশয় শুনিয়া গ্রন্থের প্রয়োজন বিষয়ে বিশ্বাস দূর করা শ্রেয়ঃ নহে। পরন্তু, আত্মবিদ্যা উপদেষ্টা গুরুর কৃপায় শঙ্কারূপ কুতর্ক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদূরিত হয়। যেমন, কাহারও কণ্ঠে হার অথবা করে কঙ্কণ রহিয়াছে, অথচ তাহার এইরূপ ভ্রম হইল যে হার বা কঙ্কণ হারাইয়া গিয়াছে। "হার তোমার কণ্ঠেই আছে, কঙ্কণ তোমার করেই আছে" এইরূপ তখন কেহ বলিয়া দিলে তাহার জ্ঞান হয় যে "হার আমার কণ্ঠেই আছে, কঙ্কণ আমার করেই আছে।" তখন সে বলে "আমার হার, বা আমার কঙ্কণ পাই-

লাম।” এই রীতিতে প্রাপ্ত যে হার বা কঙ্কণ, তাহারও প্রাপ্তি বলা যায়। সেইরূপ যদিও আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ তথাপি অবিদ্যাপ্রভাবে এইরূপ ভ্রান্তি হয় “যে আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ নহে, ব্রহ্মই পরমানন্দ স্বরূপ।” “সেই ব্রহ্ম হইতে আমার বিয়োগ হইয়াছে, উপাসনা দ্বারা আমি সেই ব্রহ্মকে পাইব।”—সচরাচর জীবের এই ভ্রান্তি হইতেছে। সুকৃতিবলে ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যমুখে যদি কখন কাহারও বেদান্ত শ্রবণ ঘটে, তখন শ্রুত অর্থের নিশ্চয় করিয়া সে এইরূপ বলে যে “গ্রন্থ ও আচার্য্য কৃপায় আমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম।” এইরূপ কথনের অভিপ্রায় এই যে “আত্মা পূর্ব্ব হইতেই পরমানন্দ স্বরূপ ছিল, পরন্তু আমার আত্মা এখন পরমানন্দরূপ হইল।” “আমার আত্মা পরমানন্দরূপ” এই জ্ঞান তার ছিল না, সুতরাং তাহা অপ্রাপ্তের ন্যায় ছিল। আচার্য্যমুখে গ্রন্থ শ্রবণ দ্বারা বুদ্ধিবিষয়ে পরমানন্দের প্রতীতি হয়। সুতরাং ইহাকে পরমানন্দের প্রাপ্তি বলা যায়। এই রীতিতে প্রাপ্তেরও প্রাপ্তি সম্ভব, এবং পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ গ্রন্থেরও প্রয়োজন সম্ভব। যেরূপ প্রাপ্তের প্রাপ্তি গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভব হয়, সেইরূপ নিত্য নিবৃত্তির নিবৃত্তিও প্রয়োজন সম্ভব।

অবিদ্যারূপ কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি গ্রন্থের প্রয়োজন যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্ভব নহে, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে। কারণ, ধ্বংসের নাম নিবৃত্তি। ধ্বংশ ও নাশ দুইটী এক পর্য্যায় শব্দ। নাশ অভাবরূপ ; সুতরাং মোক্ষ বিষয়ে ভাবরূপতা ও অভাবরূপতা দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রাপ্তি ও নিবৃত্তি এক বিষয়ে সম্ভাবনা। এই শঙ্কার উত্তর পর দোঁহায় দেওয়া হইয়াছে।]

অধিষ্ঠান জ্ঞান হতে জগতের নাশ।
যেমন রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের বিনাশ ॥ ৩১ ॥

জগৎ নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে, যেরূপ সর্পের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান রজ্জু ; রজ্জুজ্ঞান অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। ২৮ ॥

[টীকা :—কারণ সহিত জগতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্ম, তাহা হইতে পৃথক নহে ; যেরূপ কল্পিত সর্পের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরজ্জুরূপ। ফলতঃ, কল্পিত বস্তুর নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ হয়, উহা হইতে পৃথক হয় না, ইহাই ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং, জগদ্-বিষয়ে অনর্থের নিবৃত্তি ব্রহ্মরূপ। ব্রহ্ম সকল অনর্থেরই]

অধিষ্ঠান; ব্রহ্ম ভাবরূপ। সুতরাং অনর্থের নিবৃত্তি ভাবরূপ হইয়াই গ্রন্থের প্রয়োজন।]

প্রথম তরঙ্গ এই পড়ে যেই জন।
দাদুর কৃপায় মুক্ত হয় সেইক্ষণ ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি এই প্রথম তরঙ্গ পাঠ করে, তৎকালেই গুরুমূর্ত্তি তাহাকে মুক্ত করেন, দাদু দীনদয়াল। ২৯ ॥

ইতি অনুবন্ধ সাধারণ নিরূপণ নামক প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।

দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রজনী, মহাশ্মশানে মহাদরবার উপলক্ষে নানাস্থান ও নানাদেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ উপস্থিত হইবেন; অহো কি ভাগ্যম্! আজ এই দরবারে গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অমূল্য তত্ত্বকথা শুনিতে পাইয়া আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইব, এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পরম উৎসাহে আমি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছি; এমন সময়ে সহসা রাজকুমার একটি সাধুর সহিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও তাঁহাদিগের আগমনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলাম।

তাঁহারা উপবেশন করিলে রাজপুত যুবক আমাকে বলিলেন, এই মহাত্মা, কাশীধামের বাবা কিনারামের আখড়া হইতে দরবারে যোগ প্রদান করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে, সেইজন্য আমরা এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছি। এখানে তোমাকে দেখিয়া আমার আনন্দের দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, আমি ইঁহার নিকট যা ভিক্ষা পাইব তাহার অংশ তুমিও গ্রহণ করিয়া সুখী হইবে।

এই বলিয়া রাজকুমার নবাগত সাধুকে বিনয় নম্র বচনে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাত্মন্! আপনার নিকট আমার যে ভিক্ষা, তাহা একটি প্রশ্নমাত্র ; আপনি সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। দেখুন, অঘোরী শব্দ শুনিলেই আমার অন্তরে যেন কেমন একটি ঘৃণার ভাব উদয় হয় ; তাহার কারণ কি ? আমি স্বয়ং উহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আপনাকে এ প্রকার প্রশ্ন করিতেছি। নবাগত সাধু তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাজকুমার তাহার একমাত্র কারণ অভিজ্ঞতা। তুমি কতকগুলি আলস্যপরায়ণ, নীচকুলোদ্ভব, স্বেচ্ছাচারী বঞ্চকদিগকে অঘোরী মনে করিয়া তাহাদিগের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া আজ অঘোরী শব্দেও ঘৃণা বোধ করিতেছ, ইহার কারণ অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? বিশেষতঃ প্রকৃত অঘোরী সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

যাঁহার সমস্ত ঘোর (অন্ধকার, অজ্ঞান) নাশ হইয়াছে, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই অঘোরী। অঘোরী শব্দ কেবল মাত্র একটি ভাষার শব্দ নহে, ইহা অতীব দুর্লভ পদ জানিবে।

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের অঘোরী বা অবধড়্ একটি নাম বিশেষ। অঘোরী নামে কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষ নাই। সকল সম্প্রদায়ের মহাজনদিগকে বুদ্ধেরা অঘোরী বলিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, জগতে নানা জাতি সর্প আছে, তাহাদের যতই আয়ুর্বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহারা ততই ছোট হইতে থাকে ; শেষে তাহাদের পালক হয়, তখন তাহারা ধবলাগিরী নামক পর্ব্বতে উড়িয়া যায়, এবং তত্রত্য চন্দন বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া তাহার স্নিগ্ধকর সৌরভে বিভোর হইয়া থাকে। সেইরূপ, সকল সম্প্রদায়েরই মহাত্মাগণ যতই যোগরাজ্যে দীর্ঘায়ু হইতে থাকেন, ততই তাঁহাদের দেহভাব (অজ্ঞান) খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারেন যে, আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার নহি, তখন তাঁহারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়া ধবলাগিরী পর্ব্বতে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রদেশে, স্নিগ্ধকর সুশীতল ব্রহ্মরূপ চন্দন বৃক্ষে অর্থাৎ আত্মাতে পরিলিপ্ত হইয়া আত্মভোরে (আত্মস্বরূপ) বিভোর হইয়া থাকেন। জ্ঞানীরা তাঁহাদিগকেই অঘোরী বলিয়া থাকেন।

যাঁহার সমস্ত ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, তিনিই অঘোরী শব্দের বাচ্য। সমস্ত ঘোর হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনিই স্বপদে অর্থাৎ আত্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্রাম করেন মাত্র। বিশ্রাম অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে তিনি তখন আত্মারাম হইয়াছেন।

সাধু আরও কত কি বলিতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে মহাশ্মশানে শঙ্খধ্বনি হওয়াতে তিনি নিরস্ত হইলেন এবং আমরা সকলে উঠিয়া দরবারে যাত্রা করিলাম।

আমি দরবারে যাইয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। পরে সেই কার্য্য সমাধা করিয়া আমি শুনিলাম, মহারাজজি (গঙ্গাগীর) বলিতেছেন,—সেই যে এক চিন্মাত্র আছেন তাঁহারই সংকল্পে সমুদায় উদ্ভূত হইয়াছে; তথাপি তিনি কোন প্রকার সংকল্পের বশীভূত নহেন। তাঁহার কোন প্রকার বিকার নাই, তিনি নির্ব্বিকার। তিনি স্বয়ং নিরাশ্রয় হইয়া আশ্রয়-স্বরূপ। তাঁহার মন নাই, সুতরাং তিনি সংকল্প-বিবর্জ্জিত; অথচ এই যে সংকল্প বিকল্প ভাব, ইহা আবার তাঁহারই। এইরূপ সংকল্প বশে তিনিই আবার জীবভাব আশ্রয় করেন; তখন ঐ জীব জ্ঞান-দীপ সহায়ে সম্যক্ আলোক প্রাপ্ত হইলে সংকল্প যোগ ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংকল্পের ক্ষয় হইলে, তৈল ক্ষয়ে প্রদীপের ন্যায় এই দেহাদির নির্ব্বাণ দশা উপস্থিত হয়। নিদ্রার অবসানে যেমন স্বপ্ন দর্শন সম্ভব নহে, তদ্রূপ সত্য সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, জীবের আর দেহ দর্শন হয় না। একমাত্র পরম তত্ত্বের ভাবনা করিলেই দেহহীন এবং প্রকৃত শ্রীমান্ ও সুখী হওয়া যায়। আত্মাতে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, আমিই নির্ম্মল ও নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ, এই প্রকার দৃঢ় ভাবনার দ্বারা সত্যজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইলে, হৃদয়রূপ গুহার অন্ধকার তিরোহিত হয়। আত্মস্বরূপ বিদিত হইলে তখন এমন কিছুই থাকেনা যাহা অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; তখন সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কিছুরই প্রার্থী নহে, যে কিছুই চাহেনা, তাহার আবার প্রাপ্যই বা কি অপ্রাপ্যই বা কি? যাহার কিছুই না থাকিয়া সকলই আছে, তাহার আবার নাই কি? যে সমস্ত হইয়াও কিছুই নহে, এবং কিছু না হইয়াও সমস্ত, তাহাকে আর দেয় অদেয় কি আছে? তখন সে প্রাপ্তাপ্রাপ্তি, তৃপ্তাতৃপ্তি, হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ, এ সমস্তেরই অতীত হইয়াছে। তৎকালে সে ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব

তুমিও সর্ব্বত্যাগ অবলম্বনপূর্ব্বক শান্ত, স্বস্থ ও সৌম্য ভাব গ্রহণ করিয়া সেই ভাবাভাবময় মঙ্গল স্বরূপের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বস্বরূপ পরম পদে অধিরূঢ় হও।

প্রথমে মনদ্বারা সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্যাগ কর। আবার সেই মনকেও মনের দ্বারা বশীভূত করিয়া বিস্মরণ হও; তোমার মন আছে বলিয়া তোমার যেন কোনমতে প্রতীতি না থাকে। এইরূপে আত্ম-প্রতীতি হইলে মন আপনা হইতে অদৃশ্য হইবে। আবার এই অহঙ্কারের বিনাশেই বাসনা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। একে একে এই সমস্ত ক্ষয় বা ধ্বংশ হইলে তথন তোমাতে আর চিত্ত বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না।

এই যে চিত্ত, যাহার বর্ত্তমানে সকল সংসার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, এবং যাহাতে সকল রূপের চিত্র প্রতিফলিত হয়, এবং যাহার চিত্ত বলিয়া নাম থাকার জন্য সকলপ্রকার পদার্থের নাম কল্পনা করা হয়; তাহারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে আর কিছুই থাকিবে না। বস্তু, দৃশ্য, নাম ও রূপ, এ সমস্ত একমাত্র কল্পনা হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক এ সকল কিছুই নহে। এরূপ কল্পনারূপ চিত্তকে বিনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

আমি কে, এই বিচার দ্বারা আত্মবোধ হইলে, চিত্ত-ক্রমকে জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করিতে পারা যায়। জ্ঞানাগ্নি সহাযে চিত্ত ভস্মীভূত হইলেই সর্ব্বত্যাগ হয়। সর্ব্বত্যাগই নির্ব্বাণ; এবং সর্ব্বত্যাগই সকল সংবিদের আশ্রয়। সর্ব্বত্যাগ হইলে অবশিষ্ট একমাত্র ব্রহ্মরূপ শান্তি রস থাকে। সেই অমৃতময় রস এক বিন্দু পান করিলে জরা মরণাদি সকল প্রকার ভয় দূর হয়। অতএব সর্ব্বত্যাগই একমাত্র পার প্রাপ্তির অদ্বিতীয় সাধন। অহংভাবই চিত্ত, এই অহংভাব বিকারযুক্ত চিত্তকে দূর করিতে যত সময় লাগে, নয়ন উন্মীলন করিতেও তত সময় লাগে না। কারণ একমাত্র চিৎই আছেন। যখন এই চিৎ ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র নাই, তখন অহংভাবের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং অহংভাব মিথ্যা, ইহা কিছুই নহে, ইহার কোন সত্তা নাই। যাহার সত্তা নাই, তাহার আবার কল্পনা কি? এই প্রকারে বস্তুর বৃথা কল্পনা তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়।

বলিতে কি, এই জগৎ শূন্য-স্বরূপ,—এই প্রকার অবগত হইলে জীব শিবস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ জ্ঞান বলে বিষও অমৃত ও অসম্যক্ জ্ঞানে অমৃতও বিষস্বরূপ হয়।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি," (কঠ ৪।১১) ; যে ইহাতে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে যায়। অতএব "এতদাত্মা মিদং সর্ব্বং,"—ঐ সমস্ত ব্রহ্মরূপ। "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা," এই যে আত্মা, সেই এই সমস্ত। "ব্রহ্মে বেদং সর্ব্বং,"—এই সমস্ত ব্রহ্মই। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন",—ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা ভাব নাই।

আত্মা নিত্য মুক্ত, তাঁহার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। অতএব তুমি চিৎস্বরূপ। এবং ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই সেই চিৎস্বরূপ আত্মা। অতএব আমি সর্ব্বাত্মক বাসুদেব অবিনাশী পদার্থ, এইরূপ জ্ঞান প্রয়োজনীয় ; ইহা ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। তুমি একমাত্র আত্মা, পরমব্রহ্ম ও সংসারধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্ত, ইহা স্থির হইল। এইরূপে তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে ও সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলে।

পুত্র ! তুমি বর্ণ, জন্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে। যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী তাহা ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ তুমি এক্ষণে জগৎরূপ মহাজাল হইতে বিনির্গত হইলে ; এই সমস্ত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহাই কর। এই বলিয়া মহাত্মা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, শাখী-শিরে নানাবিধ বিহঙ্গকুল মধুর কল-নাদে যেন মহাত্মার জয়ধ্বনি করিয়া রজনীর অবসান বার্ত্তা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া প্রচারিত করিল। দরবারও ভঙ্গ হইল। (ক্রমশঃ)

জনৈক বিপ্র।

প্রেত কুকুর।

গত তুরস্ক যুদ্ধের সময় ইউরোপের অন্তর্গত রোমানিয়া প্রদেশের রাজধানী বোকারেস্ত নগরে কোনও উৎকৃষ্ট হোটেলের একটী প্রকোষ্ঠে কর্ণেল ভি—বাস করিতেন। বড়দিনের পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে বিদেশীয় অল্পসংখ্যক বন্ধু মিলিত হইয়া তথায় আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন ; তন্মধ্যে নিউইয়র্ক হেরল্ড, লণ্ডন টাইমস্, গোলস্ এবং বারজেভয় জেডিমটি নামক

সংবাদ পত্রের সংবাদদাতাগণ এবং কর্ণেল এল্, একজন কাপ্তেন এবং রেডক্রস্ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ সভাপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে টেবিলের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে ভোজনদাত্রী কর্ণেল ভি-পত্নী অতি ব্যস্ততা সহকারে চা বিতরণ করিতেছিলেন।

অত্যন্ত আনন্দিত এবং একভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরে কৌতুকপ্রদ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু নিউইয়র্ক হেরল্ড এবং লণ্ডন টাইম্‌সের সংবাদদাতা ম্যাক্ গেহাম এবং লিটন সেই সাধারণ আমোদে যোগ দান করিতেছেন না দেখিয়া, সকলের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

কর্ণেল ভি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিটন, তোমাকে এ সময়ে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

সংবাদদাতা চিন্তা করিতে করিতে উত্তর করিলেন, "না, আমার কিছু হয় নাই, আমি বাটীর বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, এবং তাহারা এক্ষণে কি করিতেছে, জানিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।"

ম্যাক্ গেহাম্ বলিলেন, "প্রকৃত চিন্তা করিতে হইলে একাগ্রমনে কেবল সেই বিষয় ধ্যান করিতে হয়। দেখ, তোমার পরিবারবর্গ এক্ষণে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া কখন মদ্যপান করিতেছে, কখন সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষস্থ বন্ধুবর্গের বিষয় চিন্তা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভূতের গল্প করিতেছে।"

কর্ণেল পত্নী বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান যে, ইংলণ্ডবাসী অদ্যাবধিও ভূত বিশ্বাস করেন না?"

লিটন্ উত্তর করিলেন, "হাঁ, তথাকার অধিকাংশ লোক ভূত বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করেন এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছেন।"

কাপ্তেন এল্ অস্থির এবং বিমর্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র ত্যাগ করিলেন দেখিয়া সকলে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। কাপ্তেন মহোদয় বলিলেন, "তোমরা ভূতের কথা শুনিয়া হাস্য করিতেছ, কিন্তু আমি ভূত বিশ্বাস করি। কয়েক মাস অতীত হইল, আমি স্বচক্ষে একটী ঘটনা অবলোকন করিয়াছি আমি ইহা কখনও বিস্মৃত হইব না। পূর্ব্বে আমিও তোমা-

দিগের ন্যায় ভূত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু সেই ঘটনায় আমার পূর্ব্বের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনিচ্ছাসত্বেও নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিলেন।

"ককেসসে যুদ্ধের সময় পার্ব্বতীয়দিগের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়; আমি সেই দলে কার্য্য করিতাম। ইম্পিরিয়াল্ গার্ড নামক সৈন্যদল হইতে নিড্‌উইচেফ্ নামক একজন যুবা কর্ম্মচারী আমাদিগের দলে প্রেরিত হন। তিনি অসামান্য রূপবান এবং হার্‌কিউলিসের ন্যায় বলবান ছিলেন; কিন্তু যদ্যপি তিনি মানব জাতিকে ঘৃণা না করিতেন এবং সন্দিগ্ধ চিত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি সকলের স্নেহাস্পদ হইতে পারিতেন। অসামাজিক এবং উদ্বিগ্ন-স্বভাব প্রযুক্ত ললাটদেশে তারকাকার-শ্বেত-চিহ্ন-শোভিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কেরো নামক একটী কুকুরকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অতিশয় ভালবাসিতেন। কোনও সময়ে ককেসস্ পর্বতের উপরিস্থ আওয়ালবাসীগণ অত্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে; তাহাদিগকে দমন করিবার মানসে আমাদিগের সৈন্যদল প্রেরিত হয়। প্রথমতঃ তাহারা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত স্ব স্ব স্থান রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু আমরা সংখ্যায় প্রায় তাহাদিগের দ্বিগুণ থাকায় তাহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। শত্রুদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সৈন্যগণ ক্রোধান্ধ হওয়াতে, সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে আরম্ভ করিল; বৃদ্ধ কিম্বা বালক কেহই পরিত্রাণ পায় নাই। নিড্‌উইচেফের কর্ত্তৃত্বাধীনে এক দল সৈন্য ছিল এবং তিনি সকলের অগ্রগামী ছিলেন। ঘটনাক্রমে একটী কুটীরের নিকট তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; এবং তাঁহার কার্য্যাবলোকন করিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইলাম। সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তাঁহার উজ্জ্বল মুখশ্রী পৈশাচিক আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় রক্তবর্ণ তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিঘূর্ণীত হইতেছিল। তিনি স্বহস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া একটী বৃদ্ধকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন। তাঁহার এই বৃথা নিষ্ঠুরতার কার্য্য অবলোকন করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম, এবং তাঁহাকে নিবারণ করিবার মানসে দ্রুতপদবিক্ষেপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে একটী স্ত্রীলোক হৃদয় বিদারক ক্রন্দন

করিতে করিতে কুটীরের অর্গল মুক্ত করিয়া বৃদ্ধ স্বামীর মৃত দেহের উপর নিপতিতা হইল। ইহা অবলোকন করিয়া নিড্‌উইচেফ্‌ কম্পান্বিত কলেবরে কয়েকপদ, পশ্চাদ্গামী হইলেন। স্ত্রীলোকটীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমি শোকাবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জগদীশ্বর নির্জ্জনে কল্পনা করিয়া সেই অলোকসামান্যা রূপবতী নারীকে সৃজন করিয়াছেন। আহা! সেই মনোমুগ্ধকর মুখখানি মৃত ব্যক্তির ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে! জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদ্বয় নির্ভীক এবং ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমাদিগের প্রতি নিপতিত হইল। নিড্‌উইচেফ্‌ তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; এবং অবশেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া নিরর্থক হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিবার মানসে সঙ্কেত দ্বারা সৈন্যদল অপসারিত করিলেন। এই ঘটনার পর বহু দিবসাবধি তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন ঘটনাক্রমে তাঁহার অধীনস্থ একজন সেনার নিকট অবগত হইলাম যে, উক্ত ঘটনার দুই দিবস পরে সেই যুবতী নিড্‌উইচেফের শিবিরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিতা হইয়া, ককেসস্‌দেশে চলিত রীত্যনুসারে, তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল; এবং এক্ষণে স্ত্রীরূপে তাঁহার সহিত বাস করিতেছে। বৃদ্ধ স্বামীর হত্যাকালে তাহার সেই ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি আমার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, আমি প্রথমে তাহার কথা বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান লইয়া অবশেষে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

বিদ্রোহী আওয়ালবাসীগণ অধীনতা স্বীকার করিলে আমাদিগের সেনাপতি উক্ত গ্রামের সন্নিকট একটী পর্ব্বতের পাদদেশে শেমাহা নামক বিস্তৃত রাজপথের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। আমাদিগকে তথায় বহুদিবস অবস্থান করিতে হইয়াছিল; তৎকালে অন্য কোন কার্য্য না থাকায় আমরা অনায়াসে বন ভোজন, অশ্বারোহণ এবং শিকারে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এক দিবস অপরাহ্ণে আমি বন্দুক ও কুকুর সমভিব্যাহারে পার্ব্বতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম। আমার শিকার করিবার অভিলাষ ছিল না; কেবল ভ্রমণকালে আলি-

দাগ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সূর্য্যাস্ত কালীন স্বভাবের শোভা অবলোকন করিবার মানসে বহির্গত হইয়াছিলাম। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথের উভয়পার্শ্বে লতা-বিজড়িত বহুবিধ বৃক্ষ ফলভরে নত হইয়া শোভা পাইতেছিল। পর্ব্বতের উচ্চদেশ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত নানা জাতীয় পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়া পর্ব্বতদেহ আচ্ছাদন করতঃ গালিচার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সান্ধ্য সমীরণ পুষ্প গন্ধ আহবণ করিয়া অতি মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল। অলিকুল নিবিষ্টচিত্তে সুখে মকরন্দ পান করিতেছিল। বৃক্ষনিচয় জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছিল; যেন প্রকৃতি দেবী ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। মনুষ্যের পদশব্দ কিম্বা কোন প্রকার দূরবর্ত্তী কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছিল না। এই প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যে অভিভূত হইয়া যেন পরিত্যক্ত দ্বীপ মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পার্ব্বতীয় ঘূর্ণিত অপ্রশস্ত পথাবলম্বনে শিখরাভিমুখে দুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়া, স্বর্ণ, হীরক এবং পদ্মরাগ মণি খচিত অলঙ্কারের ন্যায় সূর্য্য-রশ্মি বিভাসিত একটী কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলাম। তথায় এক উচ্চ বৃক্ষমূলে তৃণ-শয্যায় শায়িত নিড্‌উইচেফকে দর্শন করিলাম; সেই অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতীও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া স্বামীর কেশদাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল এবং সেই প্রভুভক্ত কুক্কুরটী তাঁহার পাদদেশে নিদ্রা যাইতেছিল। তাঁহাদিগের আমোদে বিঘ্নোৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলাম। একটী দুর্ভেদ্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ তিন জন সুসজ্জিত ও সশস্ত্র ককেসস্-বাসীকে যাইতে দেখিলাম; তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহারা অধিকৃত আওয়াল হইতে পলায়নপর হইতেছে ইহা অনুমান করিয়া আমি স্বকার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সায়ংকালে প্রাকৃতিক দৃশ্যে বিমোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি বশতঃ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। শিবির মধ্য দিয়া স্বস্থানে যাইবার সময় সৈন্যগণের কোলাহল এবং দৌড়াদৌড়ি দর্শন করিয়া কোন

নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, এই আশঙ্কা মনে উদিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষের যাত্রাকালে রক্ষার্থ সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ এবং তাঁহার সহকারী আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সৈন্য লণ্ঠন এবং মশাল হস্তে এক সেনানীর তাঁবুর নিকট সমবেত হইয়াছে অবলোকন করিয়া, ঘটনাটি জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে জনতা পাশে গমন পূর্ব্বক দেখিলাম যে, সেটী নিড্‌উইচেকের তাঁবু। আমার বিপদাশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল; আমি যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম।

প্রথমে একখানি লৌহ খাটের উপর শোণিত-বিক্ষরিত মাংসরাশি দৃষ্টিগোচর হইল; ইহাই নিড্‌উইচেকের দেহের অবশেষ। তাঁহার শয্যার নিম্নদেশে রক্তাক্ত কলেবরে বিস্তৃতভাবে শয়ন করিয়া কেরো শোক-নৈরাশ্যপূর্ণ নয়নে সকরুণ দৃষ্টিতে প্রভুর মৃতদেহ পানে চাহিয়া আছে। তৎপরে আমি অবগত হইলাম যে, সূর্য্যাস্তের পর কেরো উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে দ্রুতবেগে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল দেখিয়া সকলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সকলে দেখিতে পাইল যে, তাহার মুখ হইতে শোণিত নিঃসৃত হইতেছে। সেই বুদ্ধিমান কুকুরটী সৈন্যগণের গাত্রবস্ত্র ধারণ করিয়া যেন তাহার অনুসরণ করিবার নিমিত্ত টানিতে লাগিল; তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কয়েকজন সৈন্য তৎসহ পর্ব্বতের উপর প্রেরিত হইয়াছিল। কেরো তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল, এবং অবশেষে যেস্থলে নিড্‌উইচেকের মাংসরাশি পতিত ছিল, সেইস্থানে সকলে উপস্থিত হইল। মৃতদেহ হইতে কিয়দ্দূরে শোণিতস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে দৃষ্টি করিয়াও প্রথমে কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না; অবশেষে ছিন্ন বস্ত্ররাশি ও কেরোর মুখে শোণিতচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সকলে অনুমান করিল যে, কেরো হত্যাকারীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। সেই অলোকসামান্যা রূপবতী যুবতী স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইয়া অদৃশ্যা হইয়াছে। পর দিবস উচ্চপদস্থ সেনানীর ন্যায় তাঁহাকে কবরিত করা হইল; এবং ক্রমে ক্রমে সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সকলে বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিরাজকৃষ্ণ দে।

ভাদ্র, ১৩০৯। ৫ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায, এম্ এ, বি এল্, ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
এম্-এ, বি, এল্, সম্পাদিত।

কলিকাতা, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১।০—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৶০
নগদ মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র।

Printed by Ram Krishna Ghose.
MERCHANT PRESS.
1 Swallow Lane Calcutta,

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না।

২। টাকা, কড়ি, পত্র প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ১০আনা কমিশন পাইবেন।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডরের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৪। কলিকাতার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়া থাকে। আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাকা দিবেন না এবং টাকা দিবার সময় যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট বিলের পৃষ্ঠে রসীদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য দাযী নহি।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত, প্রকাশক।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৬ষ্ঠ ভাগ। ভাদ্র, ১৩০৯ সাল। ৫ম সংখ্যা।

স্তোত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ।

দ্বাদশাক্ষর স্তোত্রম্।

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

(ভাবানুবাদ)

(১)

ওমিতি জ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্ণেন জীর্য্যতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপোন্নহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

ও—হে ভগবান করুণানিধান,
অতি অবসন্ন জীর্ণ মন প্রাণ,
বিষয়ানুরাগে অজীর্ণের পাপে,—
কাল নিদ্রা হ'তে তার ভগবান॥১॥

(২)

ন গতিবিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

ন—বগ্রহ মাঝে এ বিশ্ব ভুবনে
নাহি গতি নাথ! কি হবে দুর্দ্দিনে!
ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাতকী
তার তার, নাথ! তার মূঢ় দীনে ॥২॥

(৩)

মো-হিত মোহজালেন পুত্রদারাধনাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

মো—হিত হয়েছি ঘোর মোহজালে,
ধনপুত্রদারা দারুণ কবালে,
বিষয় তৃষ্ণায় পীড়িত পরাণ,
হে মধুসূদন! রক্ষ, এ জঞ্জালে ॥৩।

(৪)

ভ-ক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

ভ—ক্তিহীন দীন অতি শোকাকুল,
চরমদুঃখী সে মরম ব্যাকুল,
আশ্রয় বিহীন, অনাথ ভুবনে,
কৃপা কর, নাথ! তুমি বিশ্বমূল! ॥৪॥

(৫)

গ-তাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

গ—তাগতে লক্ষ জন্ম ধরি' ভবে
বিষম শ্রান্ত হয়েছি গো এবে,
আর যেন নাথ! জন্ম নাহি হয়,
কর কর দয়া এ সুমূঢ় শবে ॥৫॥

(৬)

ব-হুবোহি ময় দৃষ্টা যোনি দ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহিমাং মধুসূদন।

ব—হু বহু যোনি করেছি ভ্রমণ,
গর্ভবাসকষ্ট হায় কি ভীষণ!
এবে মূঢ়ে নাথ! কর গো উদ্ধার
তুমি মূলাধার, হে মধুসূদন ॥৬॥

(৭)

তে-ন দেব প্রপন্নোঽস্মি সংসার স্থিতিকারক।
দেহি সংসারমোক্ষত্বং ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

তে—য়াপিয়া লক্ষ, লক্ষ কায়া ধরি,
কতবার জন্মি কত বার মরি!
এ সংসার মাঝে এ চির বসতি
ঘুচাও আমার, রক্ষ রক্ষ হরি! ॥৭॥

(৮)

বা-চা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানকৃতং ময়া।
সোঽহং কর্ম্ম দুরাচারস্ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

বা—র বার প্রতিজ্ঞায় বাঁধি মন,
পুনঃ পুনঃ তাহা হই বিস্মরণ!
ভীম দুরাচার হয়েছি হে নাথ!
তুমি না রাখিলে কে করে রক্ষণ! ॥৮॥

(৯)

সু-কৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুস্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
ঘোর সংসার মগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন ॥

সু—কৃতি নাহিক বিন্দু অনুমেয়,
দুষ্কৃতির রাশি আছে সমুদয়!
সংসারের জালে বদ্ধ সুবিষম,
তার তার মোরে, তার দয়াময়! ॥৯॥

(১০)

দে-হান্তর সহস্রেষু অন্যোহন্যাং ভ্রমিতং ময়া।
তির্য্যগ্‌যোনি মনুষ্যেষু ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

দে— হান্তর লক্ষ, লভেছি লভেছি,
সংসারেতে শুধু ঘোরা মিছামিছি,
আর ত দেখিনা গতি ত্রিভুবনে,
তোমারি চরণে আশ্রয় লয়েছি!!১০॥

(১১)

বা-চয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণ ভীতোহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

বা—ক্য রাশি মম উন্মত্তের প্রায়,
জরামরণের সুভীষণ দায়,
কি বলিতে তোমা কি যে গো বলেছি,
হে মধুসূদন! রক্ষহ আমায়!!১১॥

(১২)

য-ত্র যত্র চ যাস্যামি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু চ।
তত্রতত্রাচলা ভক্তি স্ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

য—খনি যে দেহ পাই গো না পাই,
স্ত্রী পুরুষ আদি যে যোনিতে যাই,
তব শ্রীচরণে হে মধুসূসন!
রহে যেন মম ভকতি সদাই!
কাতর পরাণে এই ভিক্ষা চাই!!১২॥

ইতি দ্বাদশাক্ষর স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার।

ভগবদ্ গীতা।

(৪র্থ সংখ্যার ৮৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

(ক্রমাগত)

এরূপে প্রবর্ত্তমান জগচ্চক্র (১৭) যেবা
নাহি অনুবর্ত্তে, পার্থ; পাপায়ুঃ [মানব]
ইন্দ্রিয়সেবনে রত, [সতত বিরত
ঈশ্বরসেবন জন্য কর্ম্মের সেবনে];
বৃথা সে জীবন ধরে [এ ধরণীতলে]! ॥১৬॥
কিন্তু [যে মানব সাধ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ,]
আত্মাতেই যাঁর রতি, [অরতি বিষয়ে,]
আত্মাতেই তৃপ্তি, [নহে অন্ন আদিরসে,]
আত্মাতেই তুষ্টি, [তুষ্টি নহে বাহ্যলাভে,]
তাঁর পক্ষে নাহি কোন কর্ম্ম করণীয় ॥১৭।
[অহংভাবশূন্য বলি, শাস্ত্র-উক্তবিধি
শাস্ত্র-উক্ত প্রতিষেধ, তাঁর পক্ষে নহে;
এজন্য] পাতকপূণ্য কর্ম্ম অকরণে
কর্ম্মের করণে তথা, নাহি স্পর্শে তাঁরে,
কোন অর্থে শরণার্থী নন তিনি [কভু]
কোন ভূতে [,—ব্রহ্মা আদি স্থাবর পর্য্যন্ত] ॥১৮॥
[যাবৎ না জ্ঞাননিষ্ঠা উপজে পুরুষে,
তাবৎ তাহার পক্ষে কর্ম্ম করণীয়;]
একারণে ফল সঙ্গ পরিহার করি

(১৭) "জগচ্চক্রং"—পরমেশ্বর বাক্যভূত বেদাখ্যব্রহ্ম হইতে পুরুষগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তদনন্তর কর্ম্মনিস্পত্তি, তদ্দারা পর্জ্জন্যের উৎপত্তি, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূত সৃষ্টি, এবং ভূতগণের পুনর্ব্বার এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, এইরূপ কর্ম্মচক্র; স্বামী।

সতত আচরকর্ম্ম, যা কর্ত্তব্য তব,
যথারূপে; ফল সঙ্গ পরিহরি যেবা
কর্ম্মাচরে, পরপদ (১৮) লভে সে পুরুষ ;
[চিত্তশুদ্ধি বলে নিজ, অসংশয় ইথে] ॥১৯॥
কর্ম্মেই সংসিদ্ধি (১৯) প্রাপ্ত [, পূর্ব্ব ইতিহাসে,]
জনক রাজর্ষি আদি [সত্ব শুদ্ধি বলে]
যদি বল আমি জ্ঞানী, জ্ঞানী জন পক্ষে
নহে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তবু] ভাবি মনে—
কর্ম্মী দেখি আমা লোকে হবে প্রবর্ত্তিত
স্বধর্ম্মে, আচর কর্ম্ম [লোক রক্ষা হেতু]; ॥২০॥
যে কর্ম্ম আচরে শ্রেষ্ঠ, ইতর মানবে
করে তাই ; শ্রেষ্ঠ লোকে যা প্রামাণ্য বলি
করে মান্য, [অন্য] জনে তাই অনুবর্ত্তে ॥২১
নাহি মম, পার্থ, কোন কর্ম্ম করণীয়,
লভণীয় অলব্ধ বা, এ তিন ভুবনে,
নাহি মম ; তবু আমি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ॥২২॥
আর যদি কভু আমি অনলসভাবে
নাহি থাকি, পৃথাত্মজ, কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত,
সর্ব্বথা মানবে [তবে] অনুবর্ত্তনিবে
বর্ত্ম মম [কর্ম্মত্যাগী হইবে সকলে] ॥২৩॥
[কর্ম্মই জগতীতলে লোকস্থিতি হেতু]
কর্ম্ম পরিহরে যদি, এ মানব কুল
হইবে নির্ম্মূল [সত্ত্ব কর্ম্মের বিলোপে] ;
জন্মিবে সঙ্করবর্ণ [কর্ম্ম লোপ ফলে],
তার মূল হব আমি ; এ প্রজানিবহ
হবে মম দোষ বশে পাপ মলীমস (২০) ॥২৪॥

---

(১৮) "পরপদ" — পরং-মোক্ষ-স্বামী ও শঙ্কর। Supreme, A. B.

(১৯) "সংসিদ্ধি"—সংসিদ্ধিং-মোক্ষ ; শঙ্কর। সম্যক্ জ্ঞান, স্বামী।

(২০) পাপমলীমস—উপহন্যাং, মলিন করিব ; স্বামী। উপহত করিব, শঙ্কর।

অবিদ্বান্ জন যথা ফল লক্ষ করি,
কর্ম্মে রত ; কর্ম্মে রত হইবা তেমতি
বিদ্বান্, এ লোক রক্ষা মাত্র লক্ষ্য করি ;
কিন্তু, ভরতজ, ত্যজি ফলের লালসা। ॥২৫॥
কর্ম্মে সমাসক্তচিত্ত অজ্ঞ যে মানব,
তার [কর্ম্ম মগ্ন] বুদ্ধি [তত্ত্ব উপদেশি]
না করিবা বিচলিত বিদ্বান পুরুষ ;
[করিলে ঘটিবে মাত্র তার কর্ম্ম ক্ষতি
শ্রদ্ধালোপ, শ্রদ্ধালোপে জ্ঞানে জন্মে বাধা,
শ্রদ্ধাজ্ঞান উভভ্রষ্ট হবে সে মানব]
বরঞ্চ বিদ্বান্ নিজে অবহিত ভাবে
সম্যক আচরি কর্ম্ম, রাখিবা সেজনে
কর্ম্মতন্ত্রে নিয়োজিত [আপন দৃষ্টান্তে] ॥২৬॥
[ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামিকা]
প্রকৃতির গুণত্রয়ে—ইন্দ্রিয় নিকরে
করে কর্ম্ম ; সে কর্ম্মের কর্ত্তা আমি বলি
ভাবে মনে যার চিত্ত অহংকার বশে
বিমূঢ় [; ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাসে
অহংকার শব্দে কহি ; অহঙ্কার বশে
কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে মানব অন্তরে] ২৭॥
[নহি আমি ইন্দ্রিয়, নহেত কর্ম্ম মম,
এমতি বিচারে] কর্ম্ম ইন্দ্রিয় সকাশে
আত্মার প্রভেদ তত্ত্ব যিনি অবগত,
না করেন, মহাবাহো, কর্ত্তৃত্ব নিবেশ
কর্ম্মে, তিনি, মনে জানি, ইন্দ্রিয় সংহতি,
[নহে আত্মা, যা] প্রবর্ত্তে [আপন] বিষয়ে। ॥২৮॥
প্রকৃতির গুণবশে সংমূঢ় মানবে,
ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক কর্ম্ম আপনে আরোপে ;

অবহুজ্ঞ মন্দমতি যে মানব কুলে
[তত্ত্ব উপদেশি কর্ম্মে] বিচলিত করা
বহুজ্ঞ পুরুষ পক্ষে নহে যুক্ত [কভু] ॥২৯॥

শ্রীমহেশ চন্দ্র বসু।

পৌরাণিক কথা।

———):০:(———

পৌগণ্ডলীলা ও বনরমণ।

পৌগণ্ড লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ বিকাশ। কিশোর কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। এই দুই লীলার বৃন্দাবন যথার্থ বৃন্দাবন। এই দুই লীলার শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। যেমন নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ,—বিশ্বাত্মা, বিশ্বভাবন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ গোলোকবিহারি শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড লীলায় ও কিশোর লীলায় স্বয়ং ভগবত্তার পূর্ণ মধুরিমার, পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন।

এইবার আমরা তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব।

যিনি বিশ্বের কর্ত্তা, হর্ত্তা ও পালক, যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং বিশ্ব যাঁহাতে, যিনি বিশ্বময় অথচ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, তিনিই মূল নারায়ণ।

আর যিনি ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, আপনার বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব ভুলিয়া সমান ভাবে ভক্তের সহিত বিহার করেন, যিনি ভক্তকে সখা বলিয়া সম্বোধন করেন, ও ভক্ত যাঁহাকে "সুমিষ্ট ফল খাও, হে কৃষ্ণ, আমরা খেয়েছি", এই বলিয়া উচ্ছিষ্ট ফল অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্পণ করে, যাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যাঁহাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করে এবং যিনি সেই সকল ভক্তকে পত্নীভাবে স্বীকার করেন, যিনি ভক্তদের সর্ব্বস্ব ও ভক্তগণ যাঁহার সর্ব্বস্ব, সেই মধুর,—সুমধুর, একান্ত ও অত্যন্ত মধুর—ভগবান্ গোলোকবিহারী—শ্রীকৃষ্ণ।

বিশ্বের ভগবান্ নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তের ভগবান্ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যারে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেমন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগ মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁত দ্বিভুজ তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইহোঁ বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

নারায়ণ চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রাদি তাঁহার হাতে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং বেণু তাঁহার হাতে। শঙ্খচক্রাদি দ্বারা নারায়ণ রূপী শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং বেণুদ্বারা গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের তরুলতা মৃত্তিকায় সত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বেণু দ্বারা তিনি বৃন্দাবনের মলিনতা নষ্ট করিয়াছিলেন, বেণুদ্বারা তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় বৃন্দাবনে জীবের সহিত এক মধুর আকর্ষণময় সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে কেবল মনুষ্যরূপী জীব নহে, সে কেবল গোপ গোপী নহে, জীব মাত্রই বেণুরবে শোধিত, মার্জ্জিত ও আকৃষ্ট হইত। পশু, পক্ষী, তরু, লতা, ও মৃত্তিকা সকলেরই মধ্যে জীবশক্তি আছে। সেই জীবশক্তি ঐশ্বরিক শক্তি। ঐ শক্তি আছে বলিয়াই, জীব জীবকে আকর্ষণ করিতে পারে, জীব জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু জীবের উপাধি পরিচ্ছিন্ন। অস্তে

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। বৃন্দাবন তাঁহার আত্মস্থল, তাঁহার ভগবত্ত্ব-বিকাশের স্থল। সুতরাং, তিনি বেণুরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া উত্তম হইতে অধম জীব পর্য্যন্ত স্থাবর, অস্থাবর সকল প্রাণীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রাণীরই প্রাণে প্রাণে মধুরিমা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবে তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সকলেই স্তব্ধ। বৃন্দাবনের সে মৃগ, পক্ষী ত আর নাই, সে তরু লতাও নাই। কিন্তু সেই মৃত্তিকা আছে, সেই গোবর্দ্ধন আছে! সেই মৃত্তিকার সম্বন্ধে, সেই গোবর্দ্ধন গিরির উপরে এখনও যে তরুলতা উদ্ভুত হয়, তাহার এক মধুর ভাব।

যেমন নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই কালে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ জগতে মধুর ভক্তি অর্পণ করিবার জন্য এবং নিজ জনের মধুর নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সাধুদের পরিত্রাণ ইত্যাদির জন্য ত অংশ অবতার অবতীর্ণ হইলেই পারিতেন, স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার কি প্রয়োজন? "অংশ কলাঃ পুংসঃ" যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন, সাধুদের পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, অসাধুর নাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ মধুর প্রেম ভক্তি প্রচার করিতে পারিতেন না। পতি বলিয়া যাঁহাকে সম্বোধন করিব, যিনি জগতের নাগর, যাঁহার প্রেমে জগৎ মজিবে, তিনি স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। *কেবল বৃন্দাবন লীলা করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ!* ব্রহ্মার প্রতিদিনে, প্রতি কল্পে, গোলোকবিহারি ভগবান একবার মাত্র প্রকট হন। অষ্টাবিংশতি দ্বাপরের শেষে তাঁহার এইরূপ প্রকট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতারের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হয়ে করেন প্রকট বিহার॥

* * *

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

* * *
* * *

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল।
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে।
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপ গুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।

নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥
অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য বৃন্দাবন লীলা। কৌমার লীলা আয়োজন মাত্র। পৌগণ্ড ও কিশোর লীলায় মুখ্য প্রয়োজন সাধন। কৌমার লীলায় তন্ময়তার অঙ্কুর। পৌগণ্ড লীলায় কৃষ্ণ-তন্ময় ভাব বিকাশ। এবং কিশোর লীলায় তাহার পর্য্যবসান। পৌগণ্ড লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং বৃন্দাবন তাঁহার গোলোকধাম। পৌগণ্ড লীলায় বেণুরবে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে নদী ভাসাইয়া দিলেন, এবং সেই নদীতে ভাসমান হইয়া সকলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইল। তুমি আমি এক। তত্ত্বমসি। সখা সখা গলাগলি। তত্ত্বমসি। রসের উল্লাসে আপনা ভুলিয়া গোপীগণ কৃষ্ণময়। তত্ত্বমসি। যেখানে কৃষ্ণ নাই, তাহার দাহ, তাহার নাশ। এই জন্য পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবনে দাবদাহ। যাহা নিত্য কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিরোধী, তাহার দমন বা বধ। এই জন্য কালিয় দমন, ধেনুক, প্রলম্বাদির নাশ। শেষে কিশোর লীলায় শেষ মিলন। কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার।

এবার শ্রীকৃষ্ণ আর বৎসচারণ করেন না। এবার বেণু হস্তে তিনি গোচারণ করেন। গোপবৃন্দগণ দেবতা। দেবতারা আমাদের ইন্দ্রিয় প্রকাশক। তাঁহারা আমাদের করণ বৃত্তির প্রচালক। আর ব্রজে অধিদেবতার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোচালক।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপাল সম্মতৌ।

গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ
বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥

পৌগণ্ডবয়স আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ব্রজে গোচারণ করিতে লাগিলেন। এবং গোচারণ করিতে করিতে তাঁহারা বৃন্দাবন অত্যন্ত পবিত্র করিয়াছিলেন।

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশৎ
বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতে করিতে বলরাম এবং যশোগানকারী গোপবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিহারের জন্য কুসুমাকর বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পশুগণ তাঁহার সম্মুখভাগে চলিতে লাগিল।

তন্মঞ্জুঘোষালি মৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃ প্রখ্যপয়ঃ সরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্র গন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥

সেই বনে ভ্রমর, মৃগ, পক্ষী সকলেই মধুর রব করিতেছিল। এবং সাধুদিগের মন তুল্য নির্ম্মল জল সম্বন্ধে শীত, কমলপরিমলসুগন্ধী, মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। অমনি শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এ রমণ গোপীদিগের সহিত নহে; গোপ সখাদিগের সহিত। এই রমণে সখাগণ চরিতার্থ হইয়াছিল এবং বনভুমি তরু, লতা, মৃগ, পক্ষী সহ অত্যন্ত পবিত্র হইয়াছিল।

বলরামকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥

হে ভগবন্, ! এই তরু সকল শিখা দ্বারা আপনার পাদাম্বুজে নমস্কার করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে যে যে তমোগুণের প্রবলতা জন্য তাহাদের তরু জন্ম হইয়াছে, সেই তমোগুণের যেন নাশ হয়। বলরাম এ কথা শুনিলেন কি না তাহা জানি না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনস্থ তরুগণকে নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত করিলেন।

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়োঅমী মুনিগণাভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥

এই অলি সকল আপনার ভজনা করিতেছে। ইহারা প্রায় মুনিগণ। আপনি প্রচ্ছন্নভাবে মনুষ্যবেশে এই বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, মুনিরাও তাই অলিবেশে আপনাদিগকে গুপ্ত রাখিয়া আপনার উপাসনা করিতেছে। ধন্য মুনিগণ! যদি মনুষ্য হইয়া বৃন্দাবনে থাকিতে, তাহা হইলে অতি গুহ্য, অতি অলৌকিক নিকুঞ্জ বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত লীলা কেমন করিয়া দেখিতে ?

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন দৈত্য মুদা হরিণ্য
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
স্থক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান হি সতাংনিসর্গঃ॥
ধন্যেয়মদ্যধরণী তৃণ বীরুধস্তৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহাশ্রীঃ॥

সত্য সত্যই এবার বৃন্দাবনে সকলই ধন্য হইল।

এই বৃন্দাবনে গোপবালকদিগের রমণে বৃন্দাবন আরও ধন্য হইল।

গোপজাতি প্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।
ঈড়িরে কৃষ্ণ রামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥

বাল্য লীলায় বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কিশোরে শৃঙ্গার। বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা দেখাইয়াছিলেন এবং অতি গোপনে তিনি কিশোর বেশে আবির্ভূত হইতেন। কেবল গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্যই তিনি কিশোর হইতেন। গোলোকে তিনি সর্ব্বদা কিশোর। কিন্তু মর্ত্ত্য বৃন্দাবনে,—যাহাকে অপার্থিব, অলৌকিক করিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রয়াস করিয়াছিলেন—এই বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণ আপন কিশোর ভাব কেবল মাত্র স্বজন গোপীদের নিকট গোপনে প্রকাশ করিতেন। বৃন্দাবনে গোপেরাও জানিত তিনি বালক। অথচ প্রচ্ছন্নভাবে গোপীদের নিকট তিনি কিশোর। আজ ভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে বলিয়া আমরা তাঁহার শৃঙ্গার লীলার বিষয় অবগত আছি। নতুবা বৃন্দাবনে থাকিয়া গোপেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না। স্বজনের সহিত একান্ত মিলন, অত্যন্ত সুমধুর মিলন, কেবল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এই মিলন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, অত্যন্ত গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের তরুলতাদিই কেবল এই লীলা জানিত। ঋষিগণ অলি হইয়াই কেবল এই লীলা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু গোপগণ যাহাদের পত্নী, যাহাদের কন্যা, তাহারা এ লীলা জানিত না। শ্রীকৃষ্ণ আপন অবতারে কোনরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় হইতে দেন নাই। লোক সংগ্রহের চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। যে যে ধর্ম্মের অধিকারী, তিনি তাহাকে সেই ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। গোপীদের ধর্ম্ম যাহার জন্য নহে, তাহার সে ধর্ম্ম জানিবারও প্রয়োজন নাই। এবং সে ধর্ম্মের প্রচারও অত্যন্ত সাবধানে হইতেছে। তবে যাহার অন্য লীলা বুঝিয়া ভগবান্ বলিতে যাহাকে কুণ্ঠিত নও, যাহার গীতা শুনিয়া তুমি ও জগৎ মুগ্ধ, তাঁহার বৃন্দাবন লীলা না বুঝিতে পারিলেও তুমি তাঁহার কুৎসা করিও না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদাই কিশোর।

বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার॥

চৈতন্য চরিতামৃত।

এইজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বালক কৃষ্ণকে নন্দ রাধিকার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। এইজন্য জয়দেব কবি লিখিলেন—

মেঘৈ র্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামা স্তমাল দ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধেগৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতঃ প্রচলিত প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োঃ জয়ন্ত যমুনাকূলেরহঃ কেলয়ঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বিচার সাগর।

(৪র্থ সংখ্যার ১৫০ পৃষ্ঠার পর হইতে)।

জিজ্ঞাসু ও মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

উত্তম সংস্কারবলে সংশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া যাহার এইরূপ বিবেক হইয়াছে যে, বিষয় সুখ অনিত্য। যতকাল বিষয়সুখ ভোগকরা যায়, ততকাল অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিষয় সুখ পরিণাম বিনাশী, দুঃখের হেতু। বর্ত্তমানেও নাশভয়ে বিষয়সুখ তাপহেতু। এই প্রকারে বিষয়সুখ দুঃখগ্রস্ত, সুতরাং দুঃখরূপী। লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। যে উপায় করুক না কেন, ফলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। নিবৃত্ত হইলেও, দুঃখ পুনরায় হয়। যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবে না। কারণ পাপ পুণ্য হইতে দেহের উৎপত্তি। মনুষ্যদেহ মিশ্রিত কর্ম্মের ফল, ইহা প্রসিদ্ধ। দেবশরীরও মিশ্রিত কর্ম্মের ফল। যদি দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল হইত, তবে অন্য দেবতার বিভূতি দেখিয়া কোন দেবতার সন্তাপ জন্মিত না। দেবেন্দ্র ইন্দ্রেরও দৈত্যদানব হইতে ভয়জনিত দুঃখ শাস্ত্রে কথিত হয়। দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল হইলে, দেবতাগণের দুঃখ সঞ্জাত হইত না। সুতরাং দেবশরীর পুণ্যপাপ উভয়েরই ফল। "দেবতা পাপ রহিত" এই শ্রুতি-

বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—মনুষ্য শরীরেই কেবল কর্ম্মের অধিকার *; অন্ত শরীরে নহে। সুতরাং দেবশরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দেবতাদিগের হয় না। পূর্ব্ব শরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দেবশরীরে হয়। এই প্রকারে দেবশরীর মিশ্রিত কর্ম্মের ফল।

তির্য্যক পশুপক্ষীর শরীরও মিশ্রিত কর্ম্মের ফল। তাহাদের প্রসিদ্ধ দুঃখ সমূহ পাপের ফল, ও মৈথুনাদি সুখ পুণ্যের ফল। (যাহারা উদর দ্বারা বক্র-ভাবে গমন করে, তাহাদিগকে তির্য্যক কহে। যাহারা পক্ষ দ্বারা গমন করে, তাহাদিগকে পক্ষী কহে, ও যাহারা পদ চতুষ্টয়ে গমন করে, তাহাদিগকে পশু কহে। কোন কোন স্থলে পশুপক্ষীকেও তির্য্যক কহে।) এই প্রকারে শরীর মাত্রেই পাপ ও পুণ্যে রচিত। তবে, কোন শরীরে পাপভাগ কম ও পুণ্যভাগ অধিক, যেমন, দেবশরীর; পাপ অল্প ও পুণ্য অধিক বলিয়া, শাস্ত্রে দেবশরীর কেবল পুণ্যের ফল বহে। সুতরাং, বিরোধ নাই। যেমন, ব্রাহ্মণ-বহুল গ্রামকে ব্রাহ্মণগ্রাম বলা যায়, সেইরূপ পুণ্যাধিক্যের ফল বলিয়া দেবশরীরকে কেবল পুণ্যের ফল কহে। পরন্তু, কেবল পুণ্যের ফল নহে।

তির্য্যক পশুপক্ষীর শরীর কম পুণ্য ও অধিক পাপে রচিত। যে মনুষ্য উত্তম, তাহার রীতি দেবতার ন্যায়। নীচ পুরুষের রীতি সর্পাদির ন্যায়। এইরূপে সব শরীর পুণ্যপাপে রচিত। পাপের ফল দুঃখ, সুতরাং যতদিন শরীর থাকে, ততদিন দুঃখ থাকে। সেই শরীর, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। ধর্ম্মাধর্ম্মের নিবৃত্তি বিনা, শরীরের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, বর্ত্তমান শরীর যাইলেও, পাপপুণ্য হইতে আবার শরীর হইবে। সুতরাং পাপপুণ্যের নিবৃত্তি বিনা, শরীরের নিবৃত্তি হয় না। রাগ দ্বেষের নাশ বিনা, পুণ্যপাপের নাশ হয় না। কারণ, ভোগ দ্বারা বর্ত্তমান পাপপুণ্যের নিবৃত্তি হইলেও, রাগদ্বেষ হইতে আবার পুণ্যপাপ সঞ্চয় হইবে। সেই রাগদ্বেষ অনুকূল ও প্রতিকূল

* মনুষ্য মাত্রেই ভক্তি, দয়া সত্য, জ্ঞানাদি শুভগুণে অধিকারী। তবে ক্রমোন্নতি (Evolution) ভেদে যথাযোগ্য অধিকার। সর্ব্বজ্ঞতা ও অজ্ঞতা হেতু, জ্ঞানী ও বালকের ন্যায় দেব ও তির্য্যক পশুপক্ষীর পর্য্যায়ক্রমে বর্ত্তমান শরীরে কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অন্য জন্মে হয় না।—ইহা শাস্ত্র মর্য্যাদা

জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে বিষয়ে অনুকূল জ্ঞান হয়, সে বিষয়ে রাগ বা অনুরাগ জন্মে। যে বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞান হয়, সে বিষয়ে দ্বেষ বা ক্রোধ জন্মে। সুতরাং, অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞানের নিবৃত্তি বিনা রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয় না। সেই অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান ভেদজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়। কারণ যে বস্তু আপন স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানা যায় সেই বস্তু বিষয়ে অনুকূল অথবা প্রতিকূল জ্ঞান হয়। (সুখের সাধনের নাম অনুকূল ও দুঃখের সাধনের নাম প্রতিকূল।) আপন স্বরূপ সুখ অথবা দুঃখের সাধন নহে; সুখরূপ হইলেও, সুখের সাধন নহে। সুতরাং স্বস্বরূপ হইতে ভিন্ন বস্তু বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞান জন্মে। এই প্রকারে, পদার্থ বিষয়ে আপন হইতে ভেদজ্ঞানই অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞানের হেতু। সেই ভেদজ্ঞানের* নিবৃত্তি বিনা অনুকূল ও প্রতিকূল জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।

সেই ভেদজ্ঞান অবিদ্যাজাত। কারণ, "স্বরূপের অজ্ঞান কালেই সকল প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান ভাসমান হয়," ইহাই সৰ্ব্ববেদ ও শাস্ত্রসম্মত বচন। এই প্রকারে স্বরূপের অজ্ঞান সকল দুঃখের হেতু। স্বরূপের জ্ঞান বিনা, সেই স্বরূপের অজ্ঞান দূরিত হয় না। কারণ, কোন বস্তুর জ্ঞান হইতে সেই বস্তুর অজ্ঞান দূরিত হয়; যেমন, রজ্জুজ্ঞান হইতে রজ্জুর অজ্ঞান দূরিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। সুতরাং, স্বরূপের জ্ঞানই, অজ্ঞান নিবৃত্তি দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু। স্বরূপের জ্ঞান হইতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। সেই ব্রহ্ম নিত্য ও আনন্দ-স্বরূপ, দুঃখ-সম্বন্ধ-শূন্য। সুতরাং, স্বরূপ জ্ঞান হইতে নিত্য ও দুঃখ-সম্বন্ধ-রহিত ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তি হয়। এই প্রকারে স্বরূপ জ্ঞান দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির হেতু। সুতরাং, স্বরূপ জানিবার যোগ্য।" এইরূপ বিবেক যাহার হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসু কহে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর হইতে ভিন্ন যে আপন স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম, এই অপরোক্ষ জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহাকে মুক্ত কহে।

---

* জীব ঈশ্বরের ভেদ ও তদন্তর্গত জীব জীবের ভেদ, জীব জড়ের ভেদ, জড় জড়ের ভেদ ও জড় ঈশ্বরের ভেদ।

গ্রন্থে জিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

এই প্রকারে চারি প্রকার পুরুষ মধ্যে পামর ও বিষয়ী বিষয়সুখেই বুদ্ধি বৃথা পরিচালিত করে। কোন কোন বিষয়ীর পরম সুখেচ্ছাও হয়। তখন তাহার উপায় না থাকিলেও, বুদ্ধিবলে উপায় করিয়া দেয়। সৎশাস্ত্র শ্রবণ ও সৎসঙ্গ হইতে উপায় জ্ঞান আইসে। তাহা তাহাদের ঘটেনা। সুতরাং সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত পামর ও বিষয়ী পুরুষের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহারা অন্য উপায়ে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্তও, তাহাদের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং, পামর ও বিষয়ী পুরুষের গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। মুক্ত পুরুষেরও গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, জ্ঞানবানকে মুক্ত করে। সেই জ্ঞানী কৃতকৃত্য, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই। একথা পরে* প্রতিপাদন করা হইবে। যদি লীলাপূর্ব্বক মুক্তপুরুষ গ্রন্থে প্রবৃত্ত হন, তবে সে প্রবৃত্তি হইতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, মুক্তের নিমিত্তও গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। জিজ্ঞাসু জন বিষয়সুখে বুদ্ধি বৃথা পরিচালিত করে না। পরন্তু, তাহার পরম সুখের ইচ্ছা হয়; ও দুঃখের অতি নিবৃত্তির ইচ্ছা হয়। "সেই পরম সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখের অতি নিবৃত্তি জ্ঞানবিনা হয় না" এইরূপ বিবেক যাহার হয়, তাহারই গ্রন্থে প্রবৃত্তি হয়। এই প্রকারে মোক্ষেচ্ছু অধিকারী সম্ভবে।

বিষয় না চায় কেহ, সুখ মাত্র তার।
তেই বিবেকীর হয় গ্রন্থে অধিকার। ১১।

জীবব্রহ্মের একতা সম্ভব।

ব্রহ্মরূপ সাক্ষী এক নাহি ভেদ গন্ধ।
বুদ্ধি ধর্ম্ম রাগ দ্বেষ, তাহে মানে অন্ধ॥ ১২।

সাক্ষী ব্রহ্মস্বরূপ এক, তাহাতে ভেদের গন্ধ মাত্র নাই। রাগ দ্বেষ মতির ধর্ম্ম, তাহা অন্ধেও স্বীকার করে। ১২॥

[টীকা :—পূর্ব্বপক্ষ কহেন যে—"জীব রাগ দ্বেষাদি ক্লেশযুক্ত, ব্রহ্ম ক্লেশ-রহিত। সুতরাং, জীবব্রহ্মের একতা গ্রন্থের বিষয় হইতে পারে না।" একথা

---

* পঞ্চম তরঙ্গে।

সত্য স্বীকার করিলেও, রাগ দ্বেষ বিহীন সাক্ষীর সহিত ব্রহ্মের একতা সম্ভবে। পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলেন যে "কর্ত্তাভোক্তা ভিন্ন সাক্ষী বন্ধ্যাপুত্র সমান অলীক" তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, কর্ত্তাভোক্তা যে সংসারী, তাহার বিশেষ ভাগের নাম সাক্ষী। সাক্ষী স্বীকার না করিলে, সংসারীর বিশেষ ভাগ স্বীকার করা হয় না। সুতরাং, প্রকারান্তরে কর্ত্তাভোক্তা সংসারীর লোপ করা হয়। একই চৈতন্য বিষয়ে অন্তঃকরণ সাক্ষী ভাবের উপাধি ও স্বয়ং কর্ত্তাভোক্তার বিশেষণ। (বিশেষণ যুক্তকে বিশিষ্ট কহে, ও উপাধিযুক্তকে উপহিত কহে।) যে বস্তু যে যে দেশে আছে, সেই বস্তু সেই সেই দেশস্থিত পদার্থকে জ্ঞাপন করে ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সেই বস্তুকে উপাধি কহে। যেমন, কর্ণ গোলক। নৈয়ায়িক মতে কর্ণ গোলক বৃত্তিকে আকাশ শ্রোত্র কহে। সেই কর্ণ গোলক শ্রোত্রের উপাধি। কারণ, কর্ণ গোলক যত দেশে আছে, উহা সেই সেই দেশস্থ আকাশকে শ্রোত্ররূপে জ্ঞাপন করে, ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সুতরাং কর্ণ গোলক শ্রোত্রের উপাধি। সেইরূপ অন্তঃকরণও যত দেশে স্বয়ং আছে, সেই সেই দেশস্থিত চৈতন্যকে সাক্ষী সংজ্ঞারূপে জ্ঞাপন করে ও স্বয়ং পৃথক থাকে। সুতরাং, অন্তঃকরণ সাক্ষীর উপাধি। সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে অন্তঃকরণ আশ্রিত বৃত্তি যে চৈতন্য মাত্র, তাহাকেই সাক্ষী কহে।

আপন সহিত বস্তুকে যাহা জ্ঞাপন করে, তাহাকে বিশেষণ কহে। "যেমন, কুণ্ডলধারী পুরুষ আসিয়াছে" এ স্থলে কুণ্ডল পুরুষের বিশেষণ। কারণ, আপন সহিত পুরুষের আগমন কুণ্ডল জ্ঞাপন করিতেছে, সুতরাং বিশেষণ। "নীল বর্ণ ঘট আমি দেখিয়াছি" এস্থলে "নীল বর্ণ" ঘটের বিশেষণ। সেইরূপ অন্তঃকরণও কর্ত্তাভোক্তার জীব চৈতন্যের বিশেষণ। কারণ, অন্তঃকরণ সহিত চৈতন্যকে কর্ত্তাভোক্তা সংজ্ঞা রূপে অন্তঃকরণ জ্ঞাপন করে। সুতরাং, অন্তঃকরণ সংসারীর বিশেষণ। সুতরাং, ইহা সিদ্ধ হইল যে অন্তঃকরণ আশ্রিত বৃত্তি চৈতন্য ও অন্তঃকরণ উভয়কে সংসারী কহে। ইহার সবিস্তার প্রসঙ্গ পরে * করা যাইবে।

রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ পঞ্চক সংসারী বিষয়ে বর্ত্তমান, সাক্ষী বিষয়ে নহে। সেই ক্লেশ, সংসারীর বিশেষণ যে অন্তঃকরণ, তাহাতে আছে, বিশেষ্য যে চৈতন্য

* চতুর্থ তরঙ্গে।—

তাহাতে নাই। কারণ, সংসারী বিষয়ে যে চৈতন্য ভাগ, তাহা সাক্ষী হইতে পৃথক নহে। কারণ, একই চৈতন্যকে অন্তঃকরণযোগে সংসারী, ও অন্তঃকরণ ত্যাগে সাক্ষী কহে। সুতরাং সাক্ষী ও সংসারীর বিশেষ্য ভাগের পার্থক্য বা ভেদ নাই। যদি বিশেষ্য ভাগে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তবে সাক্ষীতেও স্বীকার করিতে হয়। "সাক্ষী সর্ব্বক্লেশ রহিত" ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং সংসারীর বিশেষ্য ভাগে ক্লেশ নাই. কিন্তু বিশেষণ মাত্র অন্তঃকরণে আছে। এই অভিপ্রায়ে রাগ দ্বেষকে বুদ্ধির ধর্ম্ম বলা হইয়াছে; জীবের বলা হয় নাই। এইরূপে অন্তঃকরণ বিশিষ্টের ব্রহ্ম সহিত একতা না হইলেও, অন্তঃকরণ উপহিত সাক্ষীর ব্রহ্ম সহিত একতা সম্ভবে।

ব্রহ্ম সহিত সাক্ষীর একতা সম্ভব।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে "সাক্ষী নানা, ব্রহ্ম এক। সুতরাং, এক ব্রহ্ম সহিত নানা সাক্ষীর একতা সম্ভবে না। যদি ব্যাপক এক ব্রহ্ম সহিত সাক্ষীর অভেদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাক্ষীও সর্ব্বশরীর ব্যাপক এক হইয়া যায়। সুতরাং, সকল শরীরের সুখ দুঃখ এক শরীরে প্রতীত হওয়া উচিত।" এই শঙ্কার কারণ নাই। যেহেতু, ঈশ্বর সাক্ষী এক এবং জীব সাক্ষী নানা ও পরিচ্ছিন্ন হইলেও, ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। যেমন ঘটাকাশ নানা ও পরিচ্ছিন্ন হইলেও মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু মহাকাশ রূপই ঘটাকাশ বটে; সেইরূপ, নানা ও পরিচ্ছিন্ন সাক্ষীও ব্রহ্মরূপই বটে।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে "সুখ দুঃখ অন্তঃকরণ বৃত্তির বিষয় নহে," তাহা অসঙ্গত। কারণ, যদিও সুখ দুঃখ প্রকাশক সাক্ষী অনেক, তথাপি যে সময় অন্তঃকরণের পরিণাম সুখ অথবা দুঃখ রূপ হয়, সেই সময় অন্তঃকরণের জ্ঞান-রূপ বৃত্তি সুখ দুঃখ গোচর করণক্ষম হয়। সেই বৃত্তি আরূঢ় সাক্ষী সেই সুখ দুঃখ প্রকাশ করে। এই প্রকারে গ্রন্থকারগণ সুখ দুঃখকে সাক্ষীর বিষয় কহে। সুখ দুঃখ বৃত্তি বিনা কেবল সাক্ষীর বিষয় নহে। রহস্য এই যে— আকাশে ঘটাকাশ ও জল আনয়ন কার্য্য ঘটরূপ উপাধি দৃষ্টে প্রতীত হয়। ঐ উপাধি দৃষ্টি না করিলে, হয় না। পরন্তু আকাশ মাত্রই প্রতীত হয়। সুতরাং ঘটাকাশ মহাকাশ রূপই। সেইরূপ, চৈতন্য বিষয়ে সাক্ষী ও ধর্ম্মশক্তি অন্তঃ-

করণের প্রকাশরূপ কার্য্য, অন্তঃকরণরূপ উপাধি দৃষ্টে প্রতীত হয়। অন্তঃকরণ রূপ উপাধি দৃষ্টি না করিলে, উহারা প্রতীত হয় না। পরন্তু চৈতন্য মাত্র ব্রহ্মই প্রতীত হয়*। সুতরাং, সাক্ষী ব্রহ্ম রূপ। এই তাৎপর্য্যে সাক্ষী এক বলা হইয়াছে। কারণ, উপাধি দৃষ্টি বিনা, সাক্ষীতে বহুত্ব ও পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রতীত হয় না। সেই সাক্ষী জীব-পদ-লক্ষ্য। ইহা পরে † কথিত হইবে। এই প্রকারে জীব ব্রহ্মের একতা গ্রন্থের বিষয় সম্ভবে।

প্রয়োজন খণ্ডন।

পূর্ব্বপক্ষ মত খণ্ডন ও কার্য্য অধ্যাসে নিরূপণ।

স্বজাতীয় জ্ঞান হতে যেবা সংস্কার।
তাহাই অধ্যাস হেতু নাহি কোন আর ॥

সত্য বস্তু জ্ঞান নহে, হেতু বস্তু জ্ঞান।
সত্য মিথ্যা হোক সেবা জানহ সন্ধান ॥

নহেত সাদৃশ্য দোশ অধ্যাসের রীতি।
বিনা সে সাদৃশ্য আত্মা দ্বিজাতি প্রতীতি ॥

শ্বেত শঙ্খ পীত ভাসে কটু যে মধুর।
উভয়ে সাদৃশ্য কোথা কহে সুচতুর ॥

অধ্যাস বিষয়ে দোষ না হয় কারণ।
তুরী তন্তু বেম হেতু পটের যেমন ॥

---

* যেমন Stencil printing (কাল ground এর উপর সাদা অক্ষর) স্থলে, শ্বেত অক্ষর ও তৎস্থানস্থিত কাগজের অভেদ, সেইরূপ সাক্ষী ও শুদ্ধ-চৈতন্যে অভেদ। কালীরূপ উপাধি দৃষ্টি বিনা অক্ষর নাম প্রতীত হয় না, পরন্তু, ঐ অক্ষর কাগজ হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ অন্তঃকরণ রূপ উপাধি দৃষ্টি বিনা সাক্ষী নাম প্রতীত হয় না, পরন্তু উহা শুদ্ধ চৈতন্য হইতে অভিন্ন।

আত্মার মিথ্যাবন্ধের উপাধি বা কারণ নাই। সুতরাং বন্ধ সত্য, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না"—একথা প্রকৃত নহে ; কারণ, বন্ধ মিথ্যা, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব।

† চতুর্থ তরঙ্গে।

লোভ আদি দোষ শূন্য বিরাগী যে জন।
শুক্তিতে রজত রূপ তার লয় মন॥
সুনীল গগন দেখে কটাহ আকার।
বাত পিত্ত দোষ আদি না আছে যাহার॥১৪॥

স্বজাতীয় জ্ঞান জনিত সংস্কার হইতে অধ্যাস জন্মে। সত্য জ্ঞান জন্য সংস্কার হইতে অধ্যাস উৎপত্তির নিয়ম নহে। অধ্যাস বিষয়ে দোষ হেতু নহে, যেরূপ পট বিষয়ে তুরী, § তন্তু ও বেম ¶ হেতু। আত্মা দ্বিজাতী ** শঙ্খ পীত, মধুর কটু বলিয়া প্রতীত হয়। লোভ বর্জ্জিত বিরাগী পুরুষেরও শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। পিত্তাদি দোষ বর্জ্জিত পুরুষও নভোমণ্ডল নীলবর্ণ, এবং শিবিরও কটাহাকার, দেখে ††। ১৬॥

[টীকা—পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"বন্ধ সত্য, জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় না। মিথ্যা বস্তুর নিবৃত্তি জ্ঞান হইতে হয়।

আর পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলেন যে—"সংস্কার দ্বারা সত্যবস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু। যেরূপ সত্য সর্পের জ্ঞান সংস্কার দ্বারা সত্য অধ্যাসের হেতু; সেইরূপ, যদি সত্যবন্ধ হয়, তবে সত্যবন্ধের জ্ঞান হয়। সিদ্ধান্ত মতে অনাত্ম বস্তু কিছুই সত্য নহে। সুতরাং, সংস্কার দ্বারা অধ্যাসের সামগ্রী বা উপাদান যে সত্যজ্ঞান, তাহার অভাবে বন্ধ অধ্যাস নহে, পরন্তু সত্য। এরূপ শঙ্কাও সম্ভবেনা। কারণ, সংস্কারদ্বারা সত্য বস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু নহে। পরন্তু, বস্তুজ্ঞান অধ্যাসের হেতু। সেই বস্তু সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক। যদি সত্য বস্তুর জ্ঞান অধ্যাসের হেতু হইত, যে পুরুষ প্রকৃত-ছোহারা বৃক্ষ দেখে নাই, কেবল ঐন্দ্রজালিক কৃত ছোহারা বৃক্ষ দেখিয়াছে ও ঐন্দ্রজালিক মুখে শুনিয়াছে "ইহা ছোহারা বৃক্ষ" এবং খর্জ্জুর বৃক্ষও কভু দেখে নাই, তবে খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখিয়া সে পুরুষের কখনও ছোহারা ভ্রম বা অজ্ঞান হইত না। কারণ, সত্য ছোহারার জ্ঞান তার নাই। বাজীকর প্রদর্শিত মিথ্যা ছোহারার জ্ঞান তার আছে। সুতরাং, অধ্যাস সম্ভবে।

§ মাকু। ¶ বেম বা বেমন, বয়ন যন্ত্র বিশেষ।

** অর্থাৎ ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। †† সুতরাং প্রমাণ দোষ অধ্যাসের হেতু নহে।

সুতরাং, স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কারই অধ্যাসের হেতু। সেই সংস্কারের জনক—জ্ঞান। সেই সংস্কারের বিষয় মিথ্যাই হউক অথবা সত্যই হউক সংস্কার দ্বারা জ্ঞান হেতু। "জ্ঞান জন্য সংস্কার হেতু" বলিলেও অর্থ ভেদ হয় না। অর্থ একই। কারণ, "সংস্কার দ্বারা জ্ঞান হেতু" ইহার অর্থ এই যে—"জ্ঞান সংস্কারের হেতু"। ও সংস্কার অধ্যাসের হেতু। সুতরাং সংস্কার দ্বারা জ্ঞানের হেতুত্ব কথনেও অধ্যাস বিষয়ে জ্ঞান জন্য সংস্কারেরই হেতুত্ব সিদ্ধ হয়।

অধ্যাস বিষয়ে কেবল বস্তু জ্ঞানই হেতু বলা ঠিক নহে। কারণ, নিয়ম এই যে যাহা হেতু তাহা কার্য্য হইতে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকে"। যেমন ঘটের হেতুদণ্ড ঘট হইতে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে আছে; সেইরূপ, অধ্যাসের হেতু জ্ঞান অঙ্গীকার করিলে, সেই জ্ঞান অধ্যাসের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকা উচিত। তাহা থাকেনা। কারণ, যে পুরুষের সর্প জ্ঞান হয়, সেই সর্প জ্ঞানের অসত্যয়েও তাহার রজ্জু বিষয়ে সর্প অধ্যাস হয়। তাহা হওয়া উচিত নহে। কারণ, রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু যে সর্পজ্ঞান, তাহার তো নাশ হইয়াছে; সুতরাং অব্যবহিত পূর্ব্বকালে থাকে না। (অন্তরায় রহিতের নাম অব্যবহিত, ও অন্তরায় সহিতের নাম ব্যবহিত)। যিনি এইরূপ বলেন যে—"কার্য্য হইতে পূর্ব্বকালে হেতু থাকিলেই হইল, ব্যবহিত পূর্ব্বকালেই হউক অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বকালেই হউক। যদি অব্যবহিত পূর্ব্বকালে হেতু থাকা নিয়ম স্বীকার করা যায়, তবে "বিহিত কর্ম্ম স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম নরক প্রাপ্তির হেতু"—এই শাস্ত্র বচন অপ্রমাণ হইয়া যায়। কারণ, কায়িক বাচিক ও মানস ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম। সে ক্রিয়া অনুষ্ঠান মাত্রই নাশ হইয়া যায়, ও স্বর্গ নরক কালান্তরে প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, স্বর্গ নরক প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বকালে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হয় না। যেরূপ ব্যবহিত পূর্ব্বকালে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তির হেতু, সেইরূপ, ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সর্প জ্ঞানও রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু"—এ কথা সম্ভবপর নহে। কারণ, যেরূপ নষ্টজ্ঞান হইতে অধ্যাস ও নষ্টকর্ম্ম হইতে স্বর্গ নরক প্রাপ্তি স্বীকার কর, সেইরূপ মৃত কুম্ভকার ও নষ্টদণ্ড হইতেও ঘট হওয়া উচিত। কারণ, রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যেরূপ সর্পজ্ঞান, এবং স্বর্গ নরক প্রাপ্তির

ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম, ঘটেরও ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সেই-রূপ নষ্টদণ্ড ও মৃত কুলাল। ইহাদের দ্বারা ঘট হওয়া উচিত। তা হয় কি? সুতরাং, ব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে বস্তু তাহা হেতু নহে, অব্যবহিত পূর্ব্বকালে যে বস্তু তাহাই হেতু। শুভাশুভ কর্ম্মও কালান্তর ভাবি স্বর্গ নরক প্রাপ্তির হেতু নহে। পরন্তু, শুভ কর্ম্ম আপন অব্যবহিত উত্তরকালে ধর্ম্মের উৎপত্তি করে, অশুভ কর্ম্ম অধর্ম্মের উৎপত্তি করে। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণ বিষয়ে থাকে।

সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে কালান্তরে স্বর্গ নরক প্রাপ্তি হয়। তদনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ হয়। এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে শুভাশুভ কর্ম্ম অপূর্ব্ব দ্বারা ফল হেতু বলা হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্ম সাক্ষাৎ ফল হেতু নহে। (ধর্ম্ম অধর্ম্মের নাম অপূর্ব্ব। উহাদের অদৃষ্টও কহে, পুণ্য পাপও কহে। কোন কোন স্থলে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম উৎপাদক শুভাশুভ কর্ম্মকেও ধর্ম্ম অধর্ম্ম কহে। যেরূপ, কেহ কোন শুভ কর্ম্ম করিলে, লোকে বলে "এ ব্যক্তি ধর্ম্ম করিতেছে" ও অশুভকারী সম্বন্ধে কহে—"এ ব্যক্তি অধর্ম্ম করিতেছে।" শুভাশুভ ক্রিয়ার নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে, পরন্তু শুভাশুভ ক্রিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপাদক। সুতরাং ক্রিয়াকে ধর্ম্মাধর্ম্ম কহে। যেরূপ, আয়ুর্বর্দ্ধক ঘৃতকে শাস্ত্রে আয়ু কহে।) এই প্রকারে অব্যবহিত পূর্ব্বকালে হেতু বর্ত্তমান থাকে।

রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের ব্যবহিত পূর্ব্বকালে সর্প জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সর্পজ্ঞান রজ্জুতে সর্প অধ্যাসের হেতু নহে। পরন্তু, সর্পজ্ঞান জন্য সংস্কারই সর্প অধ্যাসের হেতু। সেইরূপ, রজতজ্ঞান জন্য সংস্কার শুক্তিতে রজত অধ্যা-সের হেতু। ফলে, এই প্রকারেই সংস্কার অধ্যাসের হেতু। বস্তুজ্ঞান সংস্কারের হেতু। যেরূপ, শুভাশুভ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্তঃকরণে থাকে, সেইরূপ বস্তু-জ্ঞানজন্য সংস্কারও অন্তঃকরণে থাকে। পূর্ব্বে যাহার সর্পজ্ঞান হয় নাই, সে পুরুষের অন্যবস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার থাকিলেও রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হয় না। যে বস্তুর অধ্যাস হয় তাহার স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু। বিজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু নহে। পূর্ব্বে যাহার সর্পজ্ঞান হয় নাই, কিন্তু অন্যবস্তুর জ্ঞান হইয়াছে, সে পুরুষের স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার হয় নাই। সুতরাং তাহার রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হয় না। (সূক্ষ্ম অবস্থার নাম সংস্কার।) এই প্রকারে, অধ্যাসের পূর্ব্ব

স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কারই অধ্যাসের হেতু। "সত্যবস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার অধ্যাসের হেতু, মিথ্যা বস্তুর নহে" এরূপ নিয়ম নহে। তাহা ছোহারা বৃক্ষের দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা বস্তুর জ্ঞান জন্য সংস্কারও অধ্যাসের হেতু।

বন্ধের অধ্যাসও সম্ভব। কারণ অহংকারাদি অন্যান্য বস্তু ও তত্তদ্ জ্ঞানকে বন্ধ কহে। "সেই অনাত্ম বস্তু রজ্জু সর্পের ন্যায় যখনই প্রতীত হয়, তখনই বর্ত্তমান থাকে, এবং যখন প্রতীত হয় না, তখন থাকে না।" ইহা বেদান্ত সম্মত সিদ্ধান্ত। এই কারণে, সুষুপ্তি কালে সর্ব্ব প্রপঞ্চের অভাব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুষুপ্তি কালে কোন পদার্থই প্রতীত হয় না। সুতরাং, সে সময় সর্ব্ব প্রপঞ্চেরই লয় হয়। শাস্ত্রে ইহাকে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ* কহে। ইহার অর্থ পশ্চাৎ প্রতিপাদন করা যাইবে †। এই প্রকারে অনন্ত অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের উৎপত্তি ও লয় হয়। উহাদের সহিতই উৎপত্তি লয় হয়। অর্থাৎ, যখনই অহংকারাদির প্রতীতি জন্মে, তখনই অহংকারাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে, ও সেই প্রতীতির নাশে অহংকারাদির নাশ হইয়া যায়। অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের নাম অধ্যাস। একথা অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির প্রতিপাদন কালে বলা যাইবে §। অহংকার সাক্ষীভাস্য ইহা বিষয় প্রতিপাদন কালে বলা হইয়াছে। যদিও অহংকারের প্রতীতি সাক্ষী-রূপ বলিয়া তাহার উৎপত্তি ও লয় সম্ভবেনা, তথাপি অহংকার ও সাক্ষী; সাক্ষাৎ প্রকাশ না করিয়া, বৃত্তি দ্বারা প্রকাশ করে বলিয়া, তাহার উৎপত্তি ও লয় সম্ভব। সুতরাং, অহংকার প্রতীতির উৎপত্তি ও লয় কহা যায়। সুতরাং উত্তরোত্তর অহংকারাদি ও তত্তদ্ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যা অহংকারাদির জ্ঞান জন্য সংস্কার সম্ভব।

যিনি এরূপ কহেন যে—"উত্তরোত্তর অহংকারাদির অধ্যাস বিষয়ে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার হেতু সম্ভব হয়, তথাপি প্রথম উৎপন্ন অহংকার ও তাহার জ্ঞানের সংস্কার সম্ভবে না। কারণ, যদি তার পূর্ব্বে অন্য অহংকার হইয়া থাকে, তাহার জ্ঞান জন্য সংস্কারও হইয়া থাকিবে। সেই প্রথম অহংকারের

---

* অবিদ্যার বৃত্তিরূপ জ্ঞানের সমসময় দৃষ্টি ও বিষয় উৎপত্তি বাদ।

† ষষ্ঠ তরঙ্গে। § চতুর্থ তরঙ্গে।

পূর্ব্বে যেমন আর অহংকার হইতে পারে না, সেইরূপ সকল বস্তুর প্রথম অধ্যাসের হেতু সংস্কার হইতে পারে না।" এই শঙ্কাও বেদান্ত সিদ্ধান্তের অজ্ঞতা জাত। কারণ বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে—"অদ্বয় ব্রহ্ম,¶ ঈশ্বর, জীব, অবিদ্যা,** চৈতন্য সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ, ও আদি বস্তুর ভেদ—এই ষট্ পদার্থ স্বরূপতঃ অনাদি।"

যে বস্তুর উৎপত্তি নাই, তাহাকে স্বরূপতঃ অনাদি কহে। পূর্ব্বোক্ত ছয় বস্তুর উৎপত্তি নাই সুতরাং, তাহারা স্বরূপতঃ অনাদি। শ্রুতিতে অহংকারাদির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কারাদি স্বরূপতঃ অনাদি না হইলেও, প্রবাহরূপ সর্ব্ব বস্তু অনাদি। সকল বস্তুর প্রবাহের অন্ত নাই। অনাদি কালে এমন সময় নাই যে সময় কোন ঘট হয় নাই। সুতরাং, ঘটের প্রবাহ অনাদি। এইরূপ সকল বস্তুরই প্রবাহ অনাদি। সুষুপ্তির ন্যায় প্রলয় কালেও সকল বস্তু সংস্কাররূপে থাকে। সুতরাং, প্রপঞ্চ প্রবাহ অনাদি বলিয়া, প্রপঞ্চ অনাদি বলা যায়। যাহার এ জ্ঞান নাই, তাহারই একপ সন্দেহ হয় যে "প্রথম অধ্যাসের হেতু সংস্কার সম্ভবেনা।" সিদ্ধান্ত মতে অহংকারাদি কোন বস্তুর অধ্যাস সর্ব্ব প্রথম হয় না। পরন্তু, আপন আপন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাসের উত্তরই হইয়া থাকে। সুতরাং, শঙ্কা সম্ভবেনা। এই প্রকারে স্বজাতীয় বস্তুর পূর্ব্বজ্ঞানজন্য সংস্কার হইতে অহংকারাদি বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে। ইহাই দোহার প্রথম চরণের অর্থ।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"দোষত্রয় অধ্যাসের হেতু, এবং বন্ধ অধ্যাসে উপাদান কোন দোষই নাই। সুতরাং, বন্ধ সত্য।" এ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, যদি দোষ বিনা অধ্যাস না হয়, তবে দোষ অধ্যাসের হেতু বলিতে হইবে। যেমন তুরী, তন্তু, বেম—পট বা বস্ত্রের হেতু। তুরী তন্তু বেম ভিন্ন বস্ত্র হইতে পারে না। অধ্যাসের সেরূপ হেতু দোষ নহে। কারণ, সাদৃশ্য দোষ বিনা আত্মার জাতির অধ্যাস হয়। ব্রাহ্মণ আদি যে জাতি আছে, তাহা স্থূল শরীরের ধর্ম্ম, আত্মা বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম নহে। কারণ দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীর পূর্ব্বেরই থাকে, জাতি ভিন্ন হয়।

¶ ব্রহ্ম অবিদ্যার অধিষ্ঠান, সুতরাং অবিদ্যা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভবেনা। ** ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবেনা।

"পূর্ব্ব শরীরে যে জাতি ছিল, উত্তর শরীরে যে সেই জাতিই হইবে" এরূপ নিয়ম নহে। জাতি, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম হইলে, উত্তর শরীর বিষয়ে অন্য জাতিত্ব হইত না। সুতরাং, আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম জাতি নহে, স্থূল শরীরের ধর্ম্ম। "আমি দ্বিজাতি" এই বাক্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব আত্মার ভাণ হয়। সুতরাং, আত্মায় জাতির অধ্যাস হয়। যেরূপ রজ্জুতে সর্প প্রকৃত পক্ষে নাই, কিন্তু মিথ্যা প্রতীত হয়, সুতরাং সর্পের অধ্যাস হয়, সেইরূপ আত্মার বাস্তবিক জাতি নাই, কিন্তু জাতির ভাণ হয়, সুতরাং আত্মায় জাতির অধ্যাস হয়। আত্মার সহিত জাতির সাদৃশ্য নাই। কারণ, আত্মা ব্যাপক, জাতি পরিচ্ছিন্ন; আত্মা প্রত্যক্, জাতি পরাক্; আত্মা বিষয়ী, জাতি বিষয়। এই প্রকারে আত্মার বিরোধী জাতিরও অধ্যাস হয়। (দ্বিজাতি ত্রিবর্ণের নাম।) যেরূপ সাদৃশ্য বিনা আত্মাবিষয়ে জাতির অধ্যাস হয়, সেই রূপ সাদৃশ্য বিনা আত্মায় অহংকারাদি বন্ধের অধ্যাস সম্ভবে। সাদৃশ্য দোষ অধ্যাসের হেতু নহে। যদি হইত, তবে আত্মার জাতির অধ্যাস হইত না; শঙ্খে পীতত্ব ও মধুরে কটুত্ব অধ্যাস হইত না। কারণ, শ্বেত ও পীত বিরোধী, মধুর ও কটু বিরোধী, সদৃশ নহে। সুতরাং, মিথ্যাবস্তুর সাদৃশ্য দোষ অধিষ্ঠানে অধ্যাসের হেতু নহে।

সেইরূপ প্রমাতার লোভ ভয়াদি দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। কারণ, লোভ বর্জ্জিত বিরাগী পুরুষেরও শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। তাহা হওয়া উচিত নহে। সুতরাং, প্রমাতার দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। প্রমাণের * দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। কারণ, রূপ রহিত আকাশ সকলেরই নিকট নীলবর্ণ, এবং কটাহও শিবিরাকার প্রভাযমান হয়। সুতরাং, আকাশে সকলেরই নীলরূপ, কটাহ ও শিবিরের অধ্যাস হয়। সকলেরই নেত্ররূপ প্রমাণে দোষ আছে একথা বলা চলে না। সুতরাং প্রমাণের দোষও অধ্যাসের হেতু নহে। আকাশে নীলাদি অধ্যাস বিষয়ে কেবল এক প্রমাণ দোষেরই অভাব নহে, সকল দোষেরই অভাব। সাদৃশ্যও নাই, প্রমাতার দোষও নাই। যেমন সকল দোষের অভাব সত্ত্বেও আকাশে নীলাদি অধ্যাস হয়, সেইরূপ আত্মা বিষয়ে বন্ধের অধ্যাস দোষ বিনাও সম্ভবে। সুতরাং, "দোষের অভাব হেতু

---

* জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ কহে।

বন্ধ অধ্যাস হইতে পারে না" এরূপ শঙ্কা সম্ভবে না। কারণ, সর্ব্ব দোষের অভাব সত্ত্বেও আকাশে নীলাদি অধ্যাস সকল পুরুষেরই হয়। সুতরাং, দোষ অধ্যাসের হেতু নহে। সুতরাং বন্ধ অধ্যাসে দোষের অপেক্ষা থাকে না।

কারণ অধ্যাস নিরূপণ।

সামান্য প্রকাশে চিৎ অজ্ঞান না নাশে।
চৈতন্য সুষুপ্তি কালে অজ্ঞান প্রকাশে॥

সামান্য (ব্যাপক) চৈতন্য প্রকাশ স্বরূপ ; অজ্ঞান নাশক নহে (অর্থাৎ অজ্ঞানের বিরোধী নহে)। সুষুপ্তি বা ঘোর নিদ্রা কালে চৈতন্য হইতে অজ্ঞান প্রকাশ পায় (অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে প্রকাশ রূপ আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান প্রতীত হয়।) ১৪ ॥

[টীকায় পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুতে অধ্যাস হইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ, আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান সম্ভবে না। কারণ, তমঃ ও প্রকাশের পরস্পর বিরোধ। সুতরাং, যেরূপ অত্যন্ত আলোকস্থিত রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হইতে পারে না, সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশ আত্মার বন্ধ অধ্যাস সম্ভবে না"; এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, আত্মা প্রকাশরূপ হইলেও আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। যদি বিরোধী হইত, তবে সুষুপ্তিকালে আত্মা বিষয়ে অজ্ঞান প্রতীত হইত না। ঘোর নিদ্রা হইতে জাগ্রত পুরুষের এরূপ জ্ঞান হয় যে—"আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।" ইহা জ্ঞানের সুখ ও অজ্ঞানের বিষয়। সেই সুখ ও নিদ্রা ভঙ্গে অজ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ নহে। কারণ, জ্ঞানের বিষয় সম্মুখে থাকিলে জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ হয় নিদ্রাভঙ্গে সুখ ও অজ্ঞান থাকে না। সুতরাং, জাগ্রতে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞান প্রত্যক্ষরূপ নহে, পরন্তু স্মৃতিরূপ। অজ্ঞাত বস্তুর সেই স্মৃতি হইতে পারে না, পরন্তু জ্ঞাত বস্তুরই হয়। সুতরাং, সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞানের জ্ঞান হয়। সেই সুষুপ্তির জ্ঞান অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়জন্য নহে। কারণ, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের অভাব। সুতরাং সুষুপ্তিতে আত্মস্বরূপই জ্ঞান; (জ্ঞান ও প্রকাশের একই অর্থ।) এই প্রকারে সুষুপ্তিতে আত্মা প্রকাশরূপ, ও সেই প্রকাশরূপ আত্মা হইতে স্বরূপ সুখ ও অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। যদি আত্মস্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী

হইত, তবে সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের প্রতীতি হইত না। সুতরাং, আত্মা প্রকাশরূপ বটে, কিন্তু আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের বিরোধী নহে। পরন্তু বিপরীত; আত্মার স্বরূপ প্রকাশ অজ্ঞানের সাধক। এই অর্থেই বেদান্তশাস্ত্রে কহে যে "সামান্য চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে"। কিন্তু বিশেষ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। (ব্যাপক চৈতন্যকে সামান্য চৈতন্য কহে ও বৃত্তি-আশ্রিত বা স্থিত চৈতন্যকে বিশেষ চৈতন্য কহে)। যেরূপ কাষ্ঠস্থিত সামান্য অগ্নি অন্ধকারের বিরোধী নহে, কিন্তু ঘর্ষণোৎপন্ন বর্ত্তিকাস্থিত অগ্নি বিরোধী, সেইরূপ ব্যাপক চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে পরন্তু, বেদান্ত বিচার মতে, অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিষয়ে স্থিতচৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। এই প্রকারে কেবল চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে, পরন্তু বৃত্তি সহিত চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী। অথবা চৈতন্য সহিত বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী।

একপক্ষে চৈতন্য অজ্ঞান নাশের হেতু, বৃত্তি সহায়ক। অপরপক্ষে, বৃত্তি অজ্ঞান নাশের হেতু, চৈতন্য সহায়ক। ইহা অবচ্ছেদবাদের মত। আভাসবাদ মতে সামান্যচৈতন্যের ন্যায় বিশেষচৈতন্যও অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কিন্তু বৃত্তিসহিত আভাস অথবা আভাস সহিত বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী। এই প্রকারে প্রকাশরূপ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং, অজ্ঞান চৈতন্য আশ্রিত, ও অজ্ঞানাবৃত আত্মা বিষয়ে বন্ধ অধ্যাস সম্ভব।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"সামান্যরূপে জ্ঞাত ও বিশেষরূপে অজ্ঞাত বস্তুতেই অধ্যাস হইয়া থাকে। আত্মার সামান্য বিশেষ ভাব নাই। সুতরাং নির্ব্বিশেষ আত্মা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সম্ভবে না"। এ শঙ্কারও অবকাশ নাই। কারণ, "আত্মা আছে" ইহা সকলেরই প্রতীতি হয়। (আপন স্বরূপের নাম আত্মা।) "আমি নাই" আপন বিষয়ে এরূপ কাহারও প্রতীতি হয় না। পরন্তু "আমি আছি" ইহা সকলেরই প্রতীতি হয়। সুতরাং আত্মাকে সকলেই সৎরূপ পরিভাবনা করে। "আত্মা, চৈতন্য, আনন্দ, ব্যাপক, নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপ" ইহা সকলের প্রতীতি হয় না। সুতরাং, আত্মা, চৈতন্য, আনন্দ, ব্যাপক, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্তরূপে অজ্ঞাত ও সৎরূপে জ্ঞাত, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সেই অনুভবসিদ্ধ মত যুক্তি দ্বারা দূরিত হয় না। সকলের প্রতীত আত্মার যে সৎরূপ, তাহা সামান্যরূপ। কেবল জ্ঞানীর প্রতীত চৈতন্য

আনন্দাদি, আত্মার বিশেষ রূপ। (যাহা অধিক কাল ও অধিক দেশগত তাহাকে সামান্যরূপ কহে, যাহা অল্পকাল ও অল্প দেশগত তাহাকে বিশেষরূপ কহে।) যদি আত্মার স্বরূপই চৈতন্য আনন্দাদি হয় তবে সৎরূপের ন্যায় এ সকল রূপও সর্ব্বব্যাপক। সুতরাং, সতের ন্যায় চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক। সৎ অপেক্ষা চৈতন্য আনন্দাদি ন্যূনদেশে, ও চৈতন্য আনন্দাদি অপেক্ষা সৎরূপ অধিক দেশে কখন সম্ভবে না। সুতরাং-সৎরূপ আত্মার সামান্য অংশ, ও চৈতন্য আনন্দাদি বিশেষ অংশ, এরূপ কখনও সম্ভবে না। তথাপি সতের প্রতীতি সকলেব অবিদ্যাকালেই হইয়া থাকে। "আত্মা চৈতন্য আনন্দরূপ" এইরূপ প্রতীতি সকলের অবিদ্যাকালে হয় না। কেবল জ্ঞানীরই ঐরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। অবিদ্যাকালে চৈতন্য, আনন্দ, শুদ্ধত্ব, মুক্তত্বও বর্ত্তমান থাকে, পরন্তু প্রতীত হয় না। সুতরাং, নাই বলিযা বোধ হয়। এই অর্থে চৈতন্য আনন্দ আদিকে ন্যূনকাল বৃত্তি, এবং সৎরূপকে অধিক কাল বৃত্তি কহে। এই প্রকারে, সৎ ও চৈতন্য আনন্দাদির সামান্য বিশেষ ভাব না থাকিলেও, অল্প ও অধিক কালে প্রতীতি হয় বলিয়া সামান্য বিশেষ ভাবেব ন্যায় দেখায়। এই কারণে আত্মার সৎরূপকে সামান্য অংশ কহে, ও চৈতন্য আনন্দ আদিকে বিশেষ অংশ কহে।

"আত্মা নির্ব্বিশেষ" এ সিদ্ধান্তেরও বিপর্য্যয় ঘটে না। আত্মার সামান্য বিশেষ ভাব স্বীকার করিলে, এ সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয় ঘটে। সামান্য বিশেষ ভাব স্বীকার করা হয় নাই, পরন্তু অবিদ্যা হইতে সামান্য বিশেষের ন্যায় প্রতীতি হয় বলিয়া—সামান্য বিশেষ ভাব কথিত হয়। এইরূপে, সত্যরূপে জ্ঞাত ও চৈতন্য আনন্দাদি ব্রহ্মরূপে অজ্ঞাত আত্মাবিষয়ে বন্ধ অধ্যাস সম্ভবে। অধ্যাসরূপ বন্ধের নিবৃত্তিও জ্ঞান দ্বারা সম্ভবে। সুতরাং, গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভবপর।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"নিষিদ্ধ কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম করে। সুতরাং, নিষিদ্ধ কর্ম্মের অভাবে অধমলোক প্রাপ্তি হয় না, ও কাম্যকর্ম্মের অভাবে উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় না। এবং নিত্যনৈমিত্তিক না করিলে যে পাপ হয়, ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে সে পাপ হয় না। এই জন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ, সাধারণ ও অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দুরিত

হয়। পূর্ব্বকৃত কাম্যকর্ম্মের ফলেচ্ছা অভাবে তাহার ফল মুমুক্ষু পক্ষে হয় না। সুতরাং, মুমুক্ষু, জ্ঞান বিনা জন্মের অভাবরূপ মোক্ষ লাভ করে;" ইহা সম্ভবে না। কারণ,—

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও স্বর্গরূপ ফল হয়, ইহা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ভাষ্যকার * প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা উত্তমলোক প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু জন্মের অভাব সম্ভবে না। যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল স্বীকার না করা যায়, তবে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মবোধক বেদ নিষ্ফল হইয়া যায়। কারণ, যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, তবে সেই পাপের অনুৎপত্তিই সেই কর্ম্মের ফল। সেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয় না। কারণ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান অভাব-রূপ, ও পাপ ভাবরূপ। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভবে না। সুতরাং "নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়" এরূপ সম্ভবে না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে পাপের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান যাহা বলিয়াছেন যে "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না" † তাহার বিরোধ হয়। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অভাব হইতে ভাবরূপ পাপের উৎপত্তি সম্ভবে না। পরন্তু, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বিনাও পাপের অনুৎপত্তি সিদ্ধ। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের স্বর্গরূপ ফল স্বীকার না করিলে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহার বোধক বেদও নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতে স্বর্গফল হয়।

"ইচ্ছার অভাবে জন্মান্তরের কাম্যকর্ম্মের ফল হয় না", এ কথা সম্ভবে না। কারণ, কর্ম্মরূপী বীজ হইতে দুইটী অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। একটী বাসনা ও অপরটী অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্মের নাম অদৃষ্ট)। শুভকার্য্য হইতে শুভবাসনা ও ধর্ম্মরূপ অঙ্কুর, এবং অশুভকর্ম্ম হইতে অশুভবাসনা ও অধর্ম্মরূপ অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়। শুভ বাসনা হইতে (পশ্চাৎ) শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, ও ধর্ম্ম হইতে

---

* শঙ্করাচার্য্য।

† নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

[গীতা]

সুখ ভোগ হয়। এইরূপে, অশুভ বাসনা হইতে অশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে দুঃখ ভোগ হয়। "উপায় দ্বারা বাসনা অঙ্কুরের নাশ হয়। কিন্তু ফলোৎপত্তি বিনা অদৃষ্ট অঙ্কুরের নাশ হয় না"। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অশুভ কর্ম্মোৎপন্ন অশুভ-বাসনা-অঙ্কুর সৎসঙ্গাদি উপায়ে বিনষ্ট হয়; এবং শুভ কর্ম্মোৎপন্ন শুভবাসনা-অঙ্কুর কুসংসর্গে বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে পুরুষার্থ কথিত হইয়াছে, সেই পুরুষার্থ হইতে প্রবৃত্তির হেতু বাসনারই নাশ হয়। সুতরাং, পুরুষার্থও সফল। ভোগের হেতু যে অদৃষ্ট, তাহার নাশ হয় না। সুতরাং, "ফল না দিয়া (বা বিনা ফলে) কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না"—এই শাস্ত্র বচনেরও বিরোধ হয় না। এই প্রকারে ফলভোগ বিনা অজ্ঞানীর কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানীর কর্ম্ম নিবৃত্তি ভোগ বিনাও সম্ভবে; কারণ কর্ম্ম, কর্ত্তা, ফল প্রকৃত পক্ষে নাই, কেবল অবিদ্যা কল্পিত মাত্র। জ্ঞান সেই অবিদ্যা বিরোধী; সুতরাং, অবিদ্যা কল্পিত কর্ম্মাদির নাশ জ্ঞান হইতে সম্ভব। যেরূপ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ নিদ্রাভঙ্গে (জাগ্রত অবস্থায়) থাকেনা, সেইরূপ অবিদ্যা-নিদ্রায় প্রতীত কর্ম্ম, কর্ত্তা, ফল জ্ঞানদশারূপ জাগ্রত অবস্থায় থাকে না। জ্ঞান বিনা তাহাদের অভাব হয় না। ইচ্ছার অভাবে কর্ম্মফল ভোগ না হইলে, ঈশ্বর সঙ্কল্প মিথ্যা হইয়া যায়। কারণ, ঈশ্বর সঙ্কল্প এই যে—"ফলভোগ বিনা অজ্ঞানীর কর্ম্মনিবৃত্তি হইবে না"। ঈশ্বর "সত্য সঙ্কল্প", ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং, ইচ্ছার অভাবে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ হয় না" বলা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যদি ইচ্ছার অভাবেই কাম্য কর্ম্মফল ভোগ না হইত, তবে অশুভ কর্ম্মফল ভোগও কাহারও হইত না। কারণ, অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ। সেই দুঃখ ভোগ করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। সুতরাং, জ্ঞানবিনা কর্ম্মফলের অভাব হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে নিষ্কাম পুরুষের কর্ম্মফল বেদান্ত মতে স্বীকার করা হয় না; সেইরূপ, কর্ম্ম অনুষ্ঠান অনন্তরও যে পুরুষের ইচ্ছা দূরীভূত হয়, সেই পুরুষের কর্ম্মফল হয় না"। এ কথাও বেদান্তমতের অজ্ঞতাবশতঃ বলা হয়। সকামী ও নিষ্কামী উভয়েরই কর্ম্মফল ভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। পরন্তু, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় না, কেবল ফলভোগ হইয়া থাকে। নিষ্কাম

কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং, কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে হয় না।"জ্ঞান বলে কর্ম্মানুষ্ঠানে ফলেচ্ছা ত্যাগ হয়। কিন্তু শ্রবণ অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে জ্ঞান না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল-ভোগ দূরিত হয় না"। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং, জ্ঞান বিনা কর্ম্মের ফলভোগ দূরিত হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশুভ কর্ম্মের সম্পূর্ণ নাশ হয়"—একথা সম্ভবে না। কারণ, অনন্ত কর্ম্মের অশুভ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত এক জন্মে সম্ভবে না। গঙ্গাস্নান ও ঈশ্বরের নামোচ্চারণ আদি কথিত সর্ব্বপাপ-নাশক সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানেরই সাধন। সুতরাং, সর্ব্বপাপ নাশক কহে। সুতরাং, জ্ঞান হইতেই সর্ব্বপাপ নাশ হয়।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ, পূর্ব্ব সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল; সুতরাং, সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের আর অন্য ফল হয় না"। এ কথাও সম্ভবপর নহে। কারণ, অনন্ত প্রকারের সঞ্চিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলও অনন্ত প্রকারের দুঃখ। কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ক্লেশ মাত্র, অনন্ত অশুভ কর্ম্মের ফল সম্ভবে না।

পূর্ব্বপক্ষ যাহা কহেন যে—"সম্পূর্ণ সঞ্চিত কাম্যকর্ম্ম হইতে একই শরীর হইয়া থাকে"। এ কথাও প্রকৃত নহে। কারণ, সঞ্চিত কাম্যকর্ম্ম অনন্ত। সেই অনন্ত কর্ম্মের ভোগ এক জন্মে সম্ভবে না। এক পুরুষের এক কালে নানা শরীরের ভোগ যে বলা হয়, তাহাও সিদ্ধ যোগীপুরুষ বিনা অন্য কাহারও সম্ভবে না। "সিদ্ধ যোগী পুরুষেরও অন্য সম্পূর্ণ সামর্থ্য হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞান বিনা মোক্ষ হয় না"—ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। এই প্রকারে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানী যে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করে, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকের ফলভোগের জন্য মাত্র। পূর্ব্বকৃত শুভ অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের নিমিত্ত, অনন্ত শরীর হইবে। মোক্ষ হইবে না। সুতরাং, জ্ঞান দ্বারা বন্ধ নিবৃত্তি গ্রন্থের প্রয়োজন সম্ভবে। যেরূপ, স্বপ্নে প্রতীত মিথ্যা পদার্থ, জাগরণ বিনা নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ মিথ্যা বন্ধও জ্ঞান রূপ জাগরণ বিনা নিবৃত্ত হয় না।]

সম্বন্ধ খণ্ডন।

গ্রন্থ আরম্ভ সম্ভবে।

[এই প্রকারে, গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় ও প্রয়োজন সম্ভবে। অধিকারী প্রভৃতি সম্ভব হইলে, সম্বন্ধও সম্ভবে। সুতরাং, গ্রন্থ আরম্ভ সম্ভবে।]

দীন দয়াল দাদু সুখ পরকাশ।
মতি গতি হীন তাঁহে নিশ্চল দাস॥

দাদু, যিনি দীন দয়াল, সৎ, আনন্দ, পরম প্রকাশ, বুদ্ধির অতীত, তিনিই নিশ্চল দাস। ১৫॥

অনুবন্ধ-বিশেষ নিরূপণ নামক দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্রীবিজয় কেশব মিত্র।

মহাত্মা তুলসী দাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বীর হনুমান গোস্বামী তুলসীদাসকে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভের আশা প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে গোস্বামীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-লালসা-রূপী-সুধা-পানে তাঁহার মন উল্লাসে এমন উন্মত্ত হইল যে তিনি আশ্রমের পথ হারাইয়া ফেলিলেন। চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া কতই কি ভাবিতে ভাবিতে এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। কোথায় যে যাইতেছেন তাহার কিছু স্থিরতা নাই। কেবল তিনি মনে মনে এই ভাবিতেছেন অহো! আমি কি ভাগ্যবান! আমার জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির উদয় হইয়াছে; আমি শ্রীরামচন্দ্রের দেবদুর্ল্লভ দর্শন পাইব। ইহা দেবতার কথা; ("বৃথা ন হোহিঁ দেব ঋষি বাণী") দেব বাক্য ও ঋষি বাক্য কদাচ বিফল হয় না। ভক্ত চুড়ামণি শ্রীহনুমান জী বলিয়াছেন।

ভক্তের কথা ভক্তের সর্ব্বস্বধন ভগবান কদাচ লঙ্ঘন করেন না; অতএব আমি শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দ এই চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইব। তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে, আমি ধন্য হইব। দেখা হইলে হৃদয়নাথকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। এই দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারের কথা সর্ব্বাগ্রেই বলিব। এই বলিয়া (ভজন) গাহিতে লাগিলেন।

মম ভবন হরি তোরা।
তাহাঁ বসে আই রাহু চোরা ॥১।
অতি কঠিন করহিঁ বর জোরা।
মানহিঁ নহিঁ বিনয় নিহোরা ॥২॥
অতি করহি উপদ্রব নাথা।
মর্দহি মোহি জানি অনাথা ॥৩।
ভাগে ইঁ নহি নাথ উবারা।
রঘু নায়ক করহু সম্ভারা ॥৪।
কহ তুলসী দাস সুনু রামা।
লটাহি তস্কর তব ধামা ॥৫।
চিন্তা এই মোহিঁ অপারা।
অপযশ নহি হোই তুমহারা ॥৬।

বঙ্গানুবাদঃ——

হে হরি! আমার হৃদয় খানি তোমারই ভবন, তাহা এখন চোর ইন্দ্রিয়-দিগের বাসস্থান হইয়াছে। (১)

ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। নির্দ্দয় হইয়া বল প্রয়োগ করিয়া থাকে, কাকুতি মিনতি কিছুই শুনে না। (২)

হে নাথ! ইহারা অতিশয় উপদ্রব করিয়া থাকে আমায় অনাথ মনে করিয়া সর্ব্বদা আমার বিনাশের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে। (৩)

পলায়ন করিলে ইঁহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অতএব হে রঘুনাথ! তুমিই রক্ষা কর। (৪)

তুলসী বলে, হে রাম! আমার হৃদয়-কুটীর, যাহা তোমারই ধাম বিশেষ,

তাহা এই ইন্দ্রিয়-তস্করগণ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতেছে; ইহাতে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয়, যেন কোন মতে তোমার অপযশ না হয়। (৫, ৬)

আবার ভাবিলেন, এই দুরাচার ইন্দ্রিয়দিগের রাজা মন। দেখা হইলে অনাথহিতকে ইহার অন্যায় ও অত্যাচারের কথা বলিব। ইহা স্থির করিয়া গাইতে লাগিলেন

রাগ বিলাবল। (ভজন)

সুনহু রাম রঘুবীর গুসাঁই, মন অনেতি রতি মেরো।
চরণ সরোজ বিসারি তিহারো, নিশি দিন ফিরত অনেরো ॥১।
মানত নাহিঁ নিগম অনুশাসন, ত্রাস ন কাহু কেরো।
পরগুণ সুনত দাহ, পর দূষণ সুনত হর্ষ বহুতেরো ॥২।
এক হেঁা দীন মলিন হীন মতি, বিপত জাল অতি ঘেরো।
তাপর সহিঁ ন যাই করুণানিধি, মনকো দুসহ দরেরো ॥৩।
হারি পরেক্র করি যতন বহুত বিধি, তাতে কহত সবেরো।
তুলসী দাস এহ ত্রাস মিটে জব, হৃদয়ে করহু তুম ডেরো ॥৪।

বঙ্গানুবাদঃ——————

হে রাম! আমার মন সর্ব্বদা অন্যায় অত্যাচারে রত রহিয়াছে; তোমার চরণারবিন্দ ভুলিয়া বৃথা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। (১)

ইহা বেদাদির বিধি নিষেধ মানে না, বা কাহাকেও ভয় করে না; কাহারও সুযশ শুনিলে ইহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু কাহারও দোষ জানিতে পারিলে ইহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। (২)

একেত আমি দুঃখী, মলিনতায় জড়িত, লঘুচেতা ও বিপদগ্রস্ত; তার পর হে করুণনিধান! মনের উৎপীড়ন আর সহ্য হয় না। (৩)

হার মানিলাম; কিছুতে কিছু হইল না বলিয়া তোমাকে অবিলম্বে বলিতেছি যে তুমি তুলসীর হৃদয়ে আপনার রাজ্য স্থাপন কর, যাহাতে মনের ভয় তিরো-হিত হয়। (৪)

এই পদটী শেষ করিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল যে হৃদয়নাথকে বিস্তর অভাব জানাইয়া বিরক্ত করা হইবে না। হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা ভাল নহে; তবে একটী মাত্র প্রার্থনা, যাহা না করিলে নয়, তাহাই করিতে হইবে। কেবল মাত্র এই চাহিব

দোঁহা।

চাহঁান সুগতি, সুমতি, কচ্ছু, রিদ্ধি, সিদ্ধি অরু বিপুল বড়াই।
হেতু-রহিত অনুরাগ নাথ পদ, দিন দিন বঢ়ো অধিকাই॥

"আমি সুগতি, সুমতি, মান্য মর্য্যাদা ও অনিমাদি অষ্ট মহা সিদ্ধি কিছুই চাহি না; হে নাথ! তোমার চরণারবিন্দে আমার যেন নিষ্কামভাবে অচল ভক্তি দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে"।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া বিদেহের ন্যায় ভাবে বিভোর হইয়া ক্রমাগত চলিতেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়া প্রভাবে যে তিনি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছেন তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে সন্নিধানে ঘোর কোলাহল শুনিতে পাইয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে অনতিদূরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে তিনি চিত্রকূট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে দিবস তথায় সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে নানা দেশ দেশান্তর হইতে বহুল সম্প্রদায়ের সাধু মহাজনেরা ও জন সাধারণ একত্রিত হইয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাস সেই শুভদিনে সেই শুভস্থানে সেই সুযোগে তাঁহার হৃদয়ের বাঞ্ছিত ধনকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া অতুল আনন্দে বিভোর হইয়া স্নানান্তে চন্দন ঘষিতেছেন, এমন সময়ে একটী অপরূপ রূপ, দেব-দুর্লভ, নয়ন-প্রীতিকর নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম কলেবর-বিমল কান্তি, নীলোৎপল-লাঞ্ছিত লোচন, মস্তকে অপূর্ব্ব জটা শোভিত একটী সন্ন্যাসী বালক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নয়নানন্দদায়ক, জগ-মন মোহন সন্ন্যাসী বালক তুলসীদাসের সমীপস্থ হইয়া সুধানিন্দিত অমর বাঞ্ছিত বিমল পূর্ণচন্দ্রাননে হাসিয়া হাসিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, তুলসি! আমায় চন্দন পরাইয়া দিতে পার? মহাত্মা তুলসীদাস সেই সন্ন্যাসী বালকের অলৌকিক রূপলাবণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে এই যোগীজন-চিত্ত হারিণী মূর্ত্তি কদাচ মর্ত্ত্য লোকের হইতে পারে না। ইহা যেন স্বয়ং গোলোকবিহারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি। ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তবৎসল উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার জানিতে আর বাকি রহিল না। তথাপি তিনি বলিলেন—

চৌপই

বালক সুনহু বিনয় মম এহু।

তুম শ্রীরামচন্দ্র, কি কেহু ।

হে বালক, তোমায় বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি শ্রীরামচন্দ্র না অন্য কেহ ?

হাঁস বোলা সুনি সন্ত কুমারা।

সাধু সকল শ্রীরাম অবতারা।

বালক আবার বিশ্ববিমোহন হাসি হাসিয়া বলিলেন, প্রত্যেক সাধুই শ্রীরামের অবতার।

এই মধুরবাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র মহাগুণ তুলসীদাসের সমাধি হইল। তখন কে কাহাকে চন্দন পরায়, আর কেই বা পরে! কারণ, তখন অন্তরের দেবতা অন্তঃকরণের মধ্যে লীন হইয়া বাহ্য দর্শন-ইন্দ্রিয় হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

অবশেষে সমাধি ভঙ্গ হইলে গোস্বামী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার প্রস্তুত করা চন্দন এবং সেই সন্ন্যাসী বালক, আর তথায় নাই। তখন মহাত্মা বলিলেন—

চিত্রকূট কি ঘাট পর ভই সন্তন কি ভিড়।

তুলসীদাস তাঁহা চন্দন রগরত, তিলক দেত রঘুবীর।

জনৈক হিন্দু।